বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ০৪, চৈত্র-আষাঢ় ১৪২৬-১৪২৭, এপ্রিল, মে, জুন ২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

এ সংখ্যায়

- করোনার দহনকালে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর কার্যক্রম: বিশদ বিবরণ
- টাইড টার্নার প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ
- সচেতনতায় কাজ করছে বাংলাদেশ স্কাউটস...
- করোনাকালে অঞ্চল জেলা ও উপজেলা স্কাউট এর কার্যক্রম
- করোনার সাথে ডেঙ্গু: আমাদের করণীয়
- আমি ও আমার স্কাউটিং
- ছড়া-কবিতা
- স্বাস্থ্য কথা
- খেলা-ধুলা
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

SCOUT SHOP BANGLADESH

স্কাউটস শপ, বাংলাদেশ স্কাউটস

- বাংলাদেশ স্কাউটসের সদর দফতরের নিচতলায় স্কাউট শপের অবস্থান।
- স্কাউট শপে স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল পণ্য পাওয়া যায়।
- শপটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- সরাসরি শপে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ

০১৯২৬-৩৩৪০৭০
০১৭২৩-৪৮০১৮২
০১৭৩১-৬৭৬৬০৭

scoutshopbs@gmail.com
Scout Shop – Bangladesh Scouts
https://www.facebook.com/scoutshopbd

বি.দ্রঃ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউটিং পণ্যসামগ্রি সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। এসব পণ্যের নকল করা, বিনা অনুমতিতে উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৪ ■ সংখ্যা (০৪-০৬)
চৈত্র-আষাঢ় ১৪২৬-১৪২৭
এপ্রিল, মে, জুন ২০২০ (বিশেষ সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠক, আশা করছি করোনার এই মহাদূর্যোগকালীন সময়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবানিতে সুস্থ আছেন। আপনারা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, চীনের উহান শহরে ডিসেম্বর-২০১৯ এ প্রথম কোভিড-১৯ বা নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতী আগ্রাসন শুরু হয়। এরপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গন্ডি পেরিয়ে একে একে পশ্চিমা দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এই ভাইরাসের মহামারী।

নোভেল করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে বিশ্ব জুড়ে চলেছে লকডাউন। থমকে গেছে মানুষের জীবন-জীবিকা। ৮ মার্চ, ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর এখানেও নিয়ত বেড়েছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার লকডাউন ঘোষণা করায় কার্যত প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছিল পুরো দেশ। এমতাবস্থায় অগ্রদূত নিয়মিত প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সম্পাদনা পর্ষদের নিয়মিত সভায় এপ্রিল-মে-জুন এই তিন মাসকে একীভূত করে অগ্রদূতের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

করোনার এই দহনকালে বাংলাদেশ স্কাউটসের কোন কার্যক্রমই থেমে থাকেনি। সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে করোনা প্রাদুর্ভাবের সূচনা থেকেই বাংলাদেশ স্কাউটস জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে লিফলেট, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ, অস্বচ্ছল স্কাউটদেরকে আর্থিক অনুদান প্রদান, অনলাইনে মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, শিশু কিশোর ও তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং অনলাইনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এবারের অগ্রদূত সংখ্যায় সেইসকল কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক নানান বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও ফিচারধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এই আপদকালীন সময়ে বাংলাদেশের খ্যাতনামা স্কাউটারগণ করোনাকালীন সময়ে করণীয় শীর্ষক বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক ফিচার, প্রবন্ধ লিখেছেন যা দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই লেখাগুলো পাঠকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। সেই সব উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো সংগ্রহ করে এবারের সংখ্যায় তা পুনমুদ্রণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক মহামারীর জন্য দায়ী এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আমাদের অনেক প্রিয়জন মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এবং আক্রান্তদের নিরলস সেবা প্রদান করে চলেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমাদের অফুরান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর সকল মানুষকে এই মহামারী থেকে অতিদ্রুত পরিত্রাণ করুন।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মো. আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো. রিদওয়ানুর রহমান

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
agrodoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

করোনার দহনকালে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর কার্যক্রম: বিশদ বিবরণ	৩
টাইড টার্নার প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ	৭
সচেতনতায় কাজ করছে বাংলাদেশ স্কাউটস ও ডেটল হারপিক	৮
মুজিববর্ষ উপলক্ষে শান্তিরক্ষীদের প্রতি সম্মান প্রদানের স্বীকৃতিসরূপ জাতিসংঘের স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত	৯
করোনাকালে অঞ্চল জেলা ও উপজেলা স্কাউট এর কার্যক্রম	১০
করোনার সাথে ডেঙ্গু: আমাদের করণীয়	১১
আমি ও আমার স্কাউটিং	১৩
স্কাউটিং কার্যক্রম	১৭
করোনা ভাবনায় আমাদের কর্মসংস্থান	২৫
তথ্যপ্রযুক্তি	২৭
স্বাস্থ্য কথা	২৮
খেলা-ধুলা	২৯
স্কাউট সংবাদ	৩০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agrodoot@scouts.gov.bd

ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

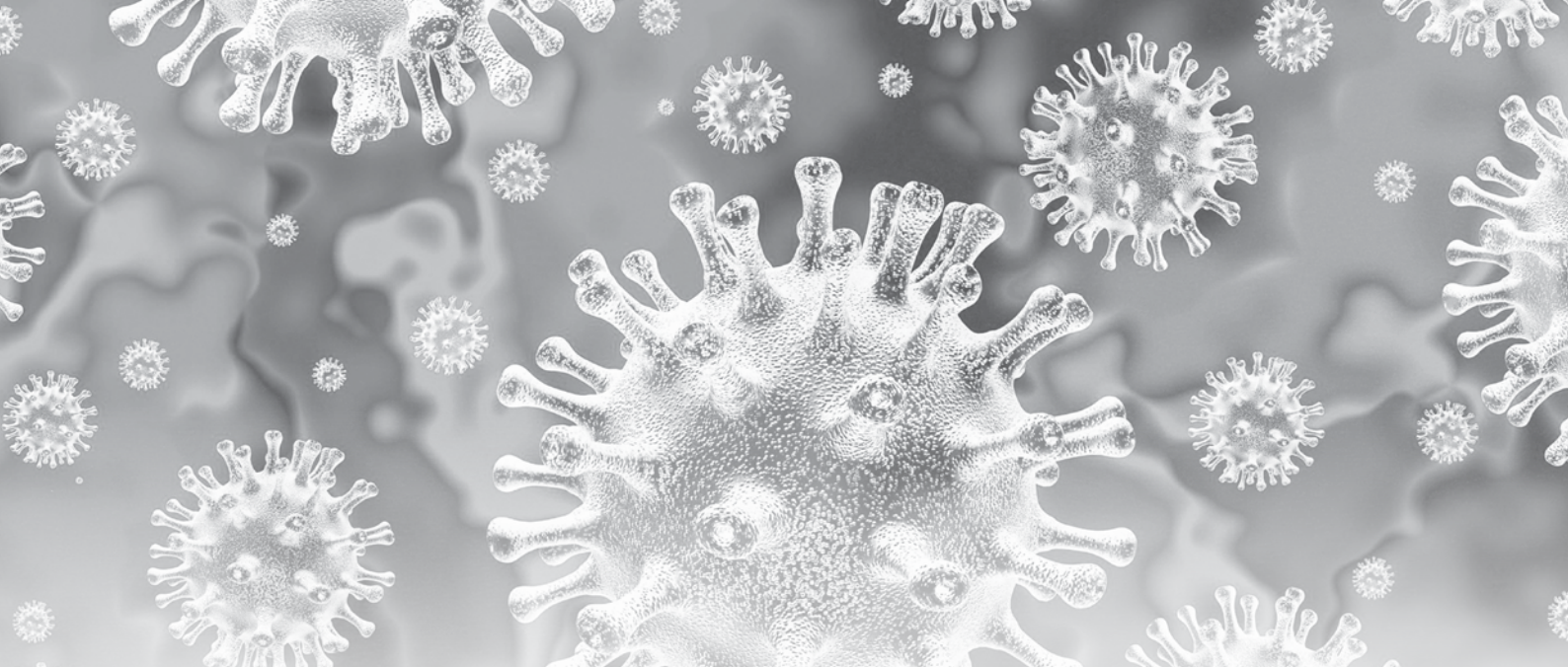

করোনার দহনকালে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর কার্যক্রম: বিশদ বিবরণ

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস, বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে এর সংক্রমণ। ভাইরাসের এই বিস্তার রোধে সরকারের পাশাপাশি অনলাইনে সচেতনতা কাজসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ স্কাউটস।

সংস্থাটির জাতীয় সদর দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে করোনা ভাইরাস কো-অর্ডিনেশন সেল (সিসিসি)। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো. মোজাম্মেল হক খান সম্প্রতি অনলাইন সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারদের স্ব স্ব দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলার কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ করেন।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব ঠেঁকাতে সর্বোচ্চ সচেতনতা ও গুরুত্ব দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে সরকার। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে দেশের মানুষকে।

দেশের এই ক্রান্তিকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বাসায় অবস্থান করে শিক্ষার্থীরা যেন সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে নিজের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায় সেজন্য বাংলাদেশ স্কাউটস ইতোমধ্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অনলাইন প্রশিক্ষণ, হ্যান্ড ওয়াশ চ্যালেঞ্জ, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন, বই পড়ার প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এসব সচেতনতা ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগী হিসেবে ছিল ইউএনডিপি, ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, দুরন্ত টেলিভিশন সহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য সচিব, মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'ইতিমধ্যে স্কাউট সদস্যরা করোনাভাইরাসের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ঘরে বসে মোবাইলে ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনতা কাজ করছে। ঘরে বসে অলস সময়ে কী করণীয়, কী করলে নিজের সময় ভালো কাটবে, দেশের ও সমাজের উপকারে লাগা যাবে? ছাত্রছাত্রীদের প্রথম কাজ যেহেতু পড়ালেখা করা, কাজেই সে বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে সংসদ টেলিভিশনে ক্লাস নেওয়া শুরু করা হয়েছে। বিনোদনের তো শেষ নেই, কিন্তু বিনোদন হতে হবে শিক্ষণীয় যার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একত্রে নানা কার্যক্রম করছে। আমরা প্রত্যাশা করছি দেশের সকল জনগণ স্ব স্ব অবস্থান থেকে সরকারকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে আমরা দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবো।'

বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় সদর দফতরের ০৯ জন প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভকে অঞ্চলসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়ের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে শিশুসহ সকলকে সচেতন করা এবং হাত ধোয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুরন্ত টিভিতে ২৬/০৩/২০২০ তারিখ থেকে টিভিসি প্রচার শুরু হয়েছে যা অব্যাহত আছে। ২৯/০৩/২০২০ তারিখে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণের করোনা ভাইরাস চলাকালীন করণীয় শীর্ষক নির্দেশনা তৈরি করেন এবং তা প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জারি করা হয়। ০৬/০৪/২০২০ তারিখে দেশের সকল জেলায় মাঠ পর্যায়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত মালামাল প্রেরণ করা হয় । মালামালের মধ্যে ছিল- পিপিই-৮৩০টি, মাস্ক ৬৫০০টি, হ্যান্ড গ্লাভস-২৭০০ জোড়া এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার-৯৫,০০০টি, ডেটল সাবান-২০,০০০টি। ২০/০৪/২০২০ তারিখে দেশের প্রতিটি উপজেলায় রোভার

স্কাউট এবং ইয়াং অ্যাডাল্ট লিডারদের সমন্বয়ে ২০জনের করোনা রেসপন্স টিম গঠিত হয়। ২৭ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে ০২ মে ২০২০ পর্যন্ত করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল এর অনলাইনে ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল এর সদস্য ছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জাতীয় কমিশনার (আইসসিটি), জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জাতীয় কমিশনার (প্রশসান), জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, মার্কেটিং ও প্রকাশনা) সহ বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় উপকমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। ৯টি চ্যালেঞ্জ সম্বলিত পরিপত্র-১ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্কাউটস এর অনলাইন কার্যক্রমে যাতে অধিকসংখ্যক কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে সে লক্ষ্যে করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল এর অনলাইনে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোর সাথে করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল ধারাবহিকভাবে অনলাইন সভা অনুষ্ঠান করে। সভাগুলোতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলা সম্পাদক, জেলা স্কাউট লিডার, জেলা কাব লিডার, জেলা কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট জেলা রোভারের সম্পাদক, কমিশনার, জেলা রোভার লিডার, জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি, বিশেষ জেলার (রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার) প্রতিনিধি, আঞ্চলিক কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ এবং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)। করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল এর অনলাইন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০১ মে ২০২০ তারিখ থেকে স্কাউটিং এ সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর ফেসবুকে লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২ জন করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের করোনা সংক্রান্ত পরামর্শ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। যা অব্যাহত রয়েছে।

করোনার কারণে লকডাউন থাকায় সকলে নিজ বাড়িতে অবস্থান নিশ্চিত করে ২৮ মার্চ ২০২০ শনিবার "আর্থ আওয়ার" পালন করা হয়। এর কর্মসূচি হিসেবে ২৮ মার্চ ২০২০ শনিবার আর্থ আওয়ার উদযাপন বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ম্যাসেঞ্জারে এসএমএস করে ও মোবাইল কল করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়, আর্থ আওয়ার উদযাপনের জন্য বৈশ্বিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ৮:৩০ মিনিট থেকে রাত ৯:৩০ মিনিট পর্যন্ত ১ (এক) ঘন্টা সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ/ ব্যবহার সীমিত রাখা হয়, আর্থ আওয়ার বিষয়ক পোস্টার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয় এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের পরিচালনায় ১-৪ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা অনলাইনে জুম মিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা ক্যাটাগরি ভিত্তিতে সংগীত (রবীন্দ্র সংগীত / নজরুল গীতি/ পল্লীগীতি/ দেশাত্ববোধক), নৃত্য (সাধারণ ও উচ্চাঙ্গ), কেরাত/আজান, যন্ত্র সংগীত, ছড়া/কবিতা, আবৃত্তি, মুকাভিনয় ও চিত্রাংকন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ০৩-০৫ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত দেশব্যাপী "জাম্বুরী অন দ্যা ইন্টারনেট (JOTI) ও জাম্বুরী অন দ্যা SMS (JOTS) স্পেশাল এডিশন" বাস্তবায়ন করা হয়। করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে স্কাউটরা ঘরে বসে এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে।

১৩ মে ২০২০ তারিখ অনলাইন জুম অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে অ্যাডাল্টস ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ বাস্তবায়িত হয়। উক্ত ওয়র্কশপে অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্যগণ, সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক, আঞ্চলিক পরিচালক / উপ পরিচালকগণ, প্রত্যেক অঞ্চলের দুইজন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেসসহ), প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ এবং ইয়াং অ্যাডাল্ট লিডার/ রোভারসহ মোট ৭৫ জন অংশগ্রহণ করেন। ১৩-১৪ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনলাইন জুম অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ ও অ্যাডাল্ট লিডারগণের দক্ষতা বিষয়ক ওয়ার্কশপ বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত ওয়র্কশপে প্রত্যেক অঞ্চলের দুইজন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেসসহ), ইয়াং অ্যাডাল্ট লিডার, রোভার স্কাউট এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভসহ কমপক্ষে ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। ভুটান স্কাউটসের ০২ জন স্কাউটার উক্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ২১ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনলাইন জুম অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে জাতীয় ওয়ার্কশপ বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত ওয়র্কশপে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ জনসহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। ২৫ জুন ২০২০ তারিখে মহামারী করোনার কারনে অনলাইনে জুম মিটিং সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ Workshop On Research Methodology নামে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগ জনসচেতনতার প্রায় অর্ধশত সফট পোস্টার তৈরি ও তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকল্পসহ বেশকয়েকটি ভিডিও তৈরি করে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিপত্র- ০১

বৈশ্বিক মহামারী (Pandemic) নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ (**Covid-19**) থেকে নিজেকে, পরিবার, সমাজ ও দেশবাসীকে সুরক্ষায় আতঙ্কিত নয় বরং সচেতন হওয়া অত্যাবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রায় ২০ লক্ষ সদস্যকে অনলাইনে যুক্ত করে করোনা মোকাবেলায় যুদ্ধ করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী এ সকল কার্যক্রম চলছে।

সকল কার্যক্রমকে সমন্বিত করার লক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরে একটি 'করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল' **(Corona Coordination Cell - CCC)** গঠন করা হয়েছে। **CCC** কর্তৃক কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, উপজেলা/

উপ-এলাকা - জেলা - অঞ্চল নেতৃবৃন্দের সাথে '২৪ ঘন্টা ৭ দিন' যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনারসহ উচ্চ পদস্থ নেতৃবৃন্দ, জাতীয় উপ-কমিশনারবৃন্দ, UNDP, ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ, A2i, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ফার্মার, ব্র্যাক, ইথিক্যাল ড্রাগস, ঊর্মি গ্রুপ, বিজিএমইএ, কনসিটো পিআরসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভবৃন্দ 'করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রম' এ অন্তর্ভুক্ত আছেন।

ইতোমধ্যে দেশের সকল উপজেলা/উপএলাকা ও জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ২০ জন রোভার ও ইয়ং অ্যাডাল্ট লিডার নিয়ে কমপক্ষে এক বা একাধিক 'ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম - **(Emergency Response Team)** গঠন করা হয়েছে। জাতীয় সদর দফতরের ন্যায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 'করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল' **(Corona Coordination Cell - CCC)** গঠন করে করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ইউনিট পর্যায়ে অনলাইনে প্যাক, ট্রুপ, ক্রু মিটিং আয়োজনে প্রোগ্রাম বিভাগ, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এআইএস বিভাগ, ওরিয়েন্টেশন ও রিফ্রেশার্স কোর্স আয়োজনে প্রশিক্ষণ বিভাগ, পোস্টার প্রণয়নে জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এছাড়া স্পেশাল ইভেন্টস, সংগঠন, এক্সটেনশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ কর্তৃক এ সময়ে করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ মাঠ পর্যায়ে সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

করোনা প্রতিরোধে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশ স্কাউটস এর 'করোনা কো-অর্ডিনেশন সেল' (Corona Coordination Cell - CCC) কর্তৃক গৃহীত চলমান কার্যক্রমসমূহের ভিত্তিতে শাখাভিত্তিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চালু করা হয়েছে। নিজেকে নিরাপদ রেখে উক্ত চ্যালেঞ্জগুলোতে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা স্বীকৃতি হিসেবে সনদপত্র/পুরস্কার লাভ করে। চ্যালেঞ্জে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত

করার লক্ষ্যে উপজেলা/উপ এলাকা/জেলা কাব/স্কাউট/রোভার লিডার, আঞ্চলিক উপ কমিশনার, সম্পাদক, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভসহ স্কাউট নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব দায়িত্ব ও অবস্থান অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ফলোআপ ও মনিটরিং এ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। চ্যালেঞ্জগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল।

চ্যালেঞ্জ-০১: অবহিত হই এবং উদ্বুদ্ধ করি: এ চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে সকল শাখার স্কাউটরা ঘরে বসেই **COVID-19** সম্পর্কে নিজে অবহিত হয় এবং করোনা প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। একজন কাব স্কাউট কমপক্ষে ১০ জন এবং একজন স্কাউট / রোভার স্কাউট কমপক্ষে ২০ জন বন্ধু / আত্মীয় / সহপাঠী / শুভাকাঙ্ক্ষীদের করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়, এ বিষয়ে সরকারি নির্দেশনাসমূহ, কোয়ারেনটাইন, শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করে চলার কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে অনলাইনে উদ্বুদ্ধ করে। যাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে তাঁদের ফোন নম্বরসমূহ ৩০ এপ্রিল ২০২০ এর মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের ফেসবুক (www.facebook.com/bdscouts) ঠিকানায় পাঠানো হয়। পরবর্তিতে অন্যান্য চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণে পুরস্কার/সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে এ চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণের তথ্য যাচাই করা হবে।

চ্যালেঞ্জ-০২: সবুজ থাকি, সবুজ রাখি: বাংলাদেশ স্কাউটস ইতোমধ্যে পলিথিন মুক্ত **সবুজ বাংলাদেশ** গড়ার আন্দোলন শুরু করেছে। এ চ্যালেঞ্জে যোগদান করতে সব শাখার স্কাউটরা প্রথমে ঘরে নিজের কক্ষ, ঘর ও আশপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, প্লাস্টিক/পলিথিন মুক্ত করে অতঃপর অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে। স্ব স্ব শাখার প্রোগ্রাম অনুযায়ী সময়োপযোগী ও সহজলভ্য কমপক্ষে ৩টি গাছের চারা (যেমন- কাঁচা মরিচ, বেগুন, টমেটো, লাউ/কুমড়া, ঢেঁড়স, ফুল, ফল ইত্যাদি) রোপন করে (কিচেন/ছাদ গার্ডেন) পরিচর্যা করে। পরবর্তিতে প্রোগ্রাম এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কাব ও স্কাউট শাখায় স্ব স্ব ইউনিট লিডারের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ব্যাজও অর্জন করতে পারবে। নিজ বাসায় পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচে সাশ্রয়ী হতে নিজের পরিবারকে সচেতন করবে ও কমপক্ষে ১০ জন বন্ধু/আত্মীয়/সহপাঠী /শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্বুদ্ধ করবে। অত:ঃপর ৩০ এপ্রিল ২০২০ এর মধ্যে তাঁদের কৃতকর্মের 'তথ্য/ম্যাসেজ ও ভিডিও ক্লিপ' 'বাংলাদেশ স্কাউটসের ফেসবুকে (www.facebook.com/bdscouts) পাঠায়।

চ্যালেঞ্জ-০৩: ঘন ঘন হাত ধোব, নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরে থাকবো: এ চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণের লক্ষে ঘরে বসেই নিয়ম মাফিক ভালো করে সাবান/হ্যান্ডওয়াশ লাগিয়ে নিজের হাত ধৌত করে এবং হাত ধোয়ার ছবি অথবা ভিডিও ধারণ করে নিজের ফেসবুক ওয়ালে আপলোড করে (এ ক্ষেত্রে ফেসবুক পোস্টটির প্রাইভেসি 'পাবলিক'

রাখা এবং পোস্টে ব্যবহার করতে হয় www.facebook.com / bdscouts / PorichchonnoBangladesh) অথবা 'হ্যাস ট্যাগে' (#WashHandsBeatCorona ও #StayatHome) পাঠায়। কমপক্ষে দুজনকে এ চ্যালেঞ্জ দিতে হয় অথবা এ কাজটি করতে ফেসবুকে দেয়া পোস্টটিতে মেনশন করে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। প্রতিদিন ১০ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। কাব স্কাউটরা বড়দের সহযোগিতায় এই চ্যালেঞ্জে অংশ গ্রহণ করে। এটি বাংলাদেশ স্কাউটস, **UNDP** এবং ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ এর একটি সমন্বিত উদ্যোগ। উল্লেখ্য রেকিট এন্ড বেনকিজারের পক্ষ থেকে হাত ধোয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের প্রথম স্থান অধিকারীকে =৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীর প্রত্যেককে =৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা, ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকারীর প্রত্যেককে =২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার) টাকা করে পুরস্কারের অর্থ প্রদান করা হবে।

চ্যালেঞ্জ–০৪: সময় কাটুক বই এর সাথে: ঘরে বসেসকল শাখার স্কাউটরা নিজেদের মননশীল যাবতীয় ভবানা ও সৃজনশীলতার উম্মেষ ঘটাতে পারে 'বই' পড়ার মধ্য দিয়ে। বয়সভিত্তিক স্কাউটদের জন্য আলাদা তালিকাভুক্ত (বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের) বই অনলাইনে (bskbd.org/gallery/scout) পড়ার সুযোগ হয়। ৩০ এপ্রিল ২০২০ এর মধ্যে নির্বাচিত ১০ টি বই পড়তে হয়। চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণের লক্ষে একটি ফর্ম পূরণ এর মাধ্যমে এক্টিভ মেইল আইডি (পরবর্তী সকল যোগাযোগ এ আইডিতে হবে) দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হয়। রেজিস্ট্রেশন শেষে এ পেজ এর লগইন অপসন থেকে আবার লগইন করলে বই এর তালিকা/প্রচ্ছদ দেখা যায়। বই এর প্রচ্ছদে ক্লিক করলে পিডিএফ কপি ডাউনলোড হয় পড়ার জন্য।

চ্যালেঞ্জ–০৫: ঘরে থাকি, ছবি আঁকি: কাব স্কাউট ও স্কাউটদের জন্য ঘরে বসে প্রখ্যাত শিল্পীর তত্বাবধানে ছবি আঁকা শেখার সুযোগ ছিল এ চ্যালেঞ্জে। সপ্তাহে দু'দিন (শুক্রবার ও সোমবার) ভিডিও আপলোড করা হয় (www.facebook.com/bdscouts)| অতঃপর কাব স্কাউট ও স্কাউটরা তাঁদের ছবি আঁকার ভিডিও ক্লিপ নির্ধারিত অনলাইন মাধ্যমে/বাংলাদেশ স্কাউটসের ফেসবুক লিংক এ (www.facebook.com/bdscouts) পাঠায় যা যাচাই করে পুরস্কৃত করা হবে।

চ্যালেঞ্জ–০৬: আবৃত্তি করি, আবৃত্তি শিখি: সকল শাখার স্কাউটদের জন্য ঘরে বসে প্রখ্যাত আবৃত্তিকারকের তত্বাবধানে অনলাইনে লেসনভিত্তিক নির্ধারিত সময়ে আবৃত্তি শেখার সুযোগ ছিল এ চ্যালেঞ্জে। স্কাউটরা তাঁদের কবিতা আবৃত্তির ভিডিও ক্লিপ বাংলাদেশ স্কাউটসের ফেসবুক (www.facebook.com/bdscouts) ঠিকানায় পাঠায় যা যাচাই করে পুরস্কৃত করা হবে।

চ্যালেঞ্জ–০৭: নিজেই করোনা ঝুঁকি পরীক্ষা করি: পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া এ অনলাইন সফটওয়্যারের (Online CoronaTesting: https://livecoronatest.com) মাধ্যমে কোভিড-১৯ আক্রান্তের ঝুঁকি এবং ঝুঁকির মাত্রা খুব সহজেই মূল্যায়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদান, ভবিষ্যৎ করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ, বিগ ডাটা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। তবে এ সফটওয়্যার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। সফট্ওয়্যারটি সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তৈরি হয়েছে। কার্যক্রমটি a2i এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়।

চ্যালেঞ্জ–০৮: গুগল ম্যাপিং: a2i এর সহায়তায় শুরু হচ্ছে দেশব্যাপী # Bangladeshchallenge যেখানে স্কাউট / রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্রাউডসোর্স করে বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকার প্রয়োজনীয় স্থান/তথ্য ম্যাপিং করা হবে। বাংলাদেশের সকল এলাকার গুগল ম্যাপ বা ওপেন স্ট্রিট এর সাহায্যে নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানের তথ্য যেমন- হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, ইলেক্ট্রনিক টাকা লেনদেনের এজেন্ট (নগদ/বিকাশ) এর সুবিধা কোথায় আছে এমন আরো অনেক কিছু যোগ করা যাবে। অভিজ্ঞ ম্যাপাররা এ বিষয়ে রোভার/স্কাউটদের সহযোগিতা করবেন। বাসায় বসে মোবাইল ফোন দিয়ে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা যাবে। http//muktopaath.gov.bd/tutorial এ টিউটোরিয়াল লিংকে গিয়ে বর্ণিত বিষয়ে শেখা যাবে।

চ্যালেঞ্জ–০৯: করোনা চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণ কোর্সটি মূলত চিকিৎসকদের জন্য হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ১৮ বছরের উর্ধ্বে বয়সীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে হলো কোভিড-১৯ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা ও টেকনিক্যাল জ্ঞান লাভ, তথ্য যাচাই সক্ষমতা ও স্বেচ্ছাসেবী সহকারি চিকিৎসক হিসেবে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন। করোনা রেসপন্স টিমের সদস্যদের জন্য এ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। রোভার স্কাউট ও ইয়ং এডাল্ট লিডারগণ সুবিধামতো সময়ে অনলাইন এ (Online COVID19 training at Muktopath: muktopaath.gov.bd /course-details / 236) যুক্ত হয়ে কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করেই কোর্সটি সম্পন্ন করা যায়। সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তি করোনা চিকিৎসায় চিকিৎসকের স্বেচ্ছাসেবী সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। সনদ প্রাপ্ত রোভার স্কাউট ও ইয়ং এডাল্ট লিডারকে সংশ্লিষ্ট জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার সম্পাদক এবং জাতীয় সদর দফতরে prsgolammostafa@gmail.com এ ঠিকানায় সনদের কপি পাঠায় (প্রশিক্ষণ কোর্সের সকল তথ্য WHO, CDC, IEDCR এবং সমন্বিত কন্ট্রোল রুম কোভিড-১৯,স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে প্রাপ্ত ও অনুমোদিত)।

(বাংলাদেশ স্কাউটস-এর বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে)

■ প্রতিবেদক: **রাসেল আহম্মেদ**
নির্বাহী সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস ও
জন্মজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস

টাইড টার্নার প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ

ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দি স্কাউট মুভমেন্ট (WOSM) ২০১৮ সালে ওয়ার্ল্ড স্কাউট ইনভারনমেন্টার প্রোগ্রাম শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক দপ্তর থেকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের ৮টি দেশে টাইড টার্নার প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশগুলো হলো: বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড। এজন্য ৮টি জাতীয় স্কাউট সংস্থাকে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আর্থ ট্রাইব এবং টাইড টার্নার প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হবে।

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জাতীয় স্কাউট সংস্থা থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তা এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভকে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর মনোনয়নের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্কাউটস স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তা হিসেবে মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (স্বাস্থ্য) এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) কে বাংলাদেশ স্কাউটস ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে মনোনয়ন করে।

প্রতিটি দেশের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটদের নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক সাপোর্ট সেন্টার থেকে জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ৩টি সভা এবং টাস্ক ফোর্স সদস্যদের নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক সাপোর্ট সেন্টার ২৫-২৭ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর এবং ১২ জন টাস্ক সদস্য উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

বিশ্ব স্কাউট সংস্থা /এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাধ্যমে "প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। টাস্ক ফোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (স্বাস্থ্য) মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদাকে আহবায়ক করা হয়। এই টাস্কফোর্সেও অন্যন্য সদস্যরা হলেন জুবায়ের ইউসুফ, পি এস, জেলা স্কাউট লিডার, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস; মোঃ শাহাদাত হোসন, আইসিটি স্পেশাঃ রোভার স্কাউট লিডার, ঢাকা জেলা নৌ; মোঃ আওলাদ হোসেন মারুফ, সহকারি কমিশনার (স.উ.), গাজীপুর জেলা রোভার; মোঃ আবদুল হান্নান, সহকারি কমিশনার (বিধি), ঢাকা জেলা; মোঃ লিমন মিয়া, সহকারি কমিশনার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা রোভার; এস এম হায়াত আহমেদ, নৌ স্কাউট লিডার, ঢাকা জেলা নৌ; ফয়সাল আহমেদ, রোভার স্কাউট লিডার, পাইওনিয়ার ওপেন স্কাউট গ্রুপ; শেখ আরিফুর রহমান রাজু, জেলা রোভার স্কাউট লিডার, ঢাকা জেলা এয়ার; জীবন কুমার সরকার, ইউনিট লিডার, ইকোনোমিক্যাল ওপেন স্কাউট গ্রুপ; মাঈনুল হাসান মুন্না, প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট; মোঃ নাজমুল হাছান, প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট এবং স্কাউটার মোঃ আবুল হোসেন সিদ্দিক টিটো, গ্রুপ সম্পাদক, ম্যাপললিফ ইন্টাঃ স্কুল স্কাউট গ্রুপ। টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালক, (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা।

টাইড টার্নার প্লাস্টিক কি ও কেন?

জাতিসংঘ পরিবেশ প্লাস্টিক দূষণ ও সামুদ্রিক জঞ্জালের বিরুদ্ধে লড়ায়ের অংশ নিতে যুবকদেরকে একত্রিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্কাউট সংস্থা একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ প্লাস্টিক দূষণ হুমকির বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য যুবকদের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিপূরণবোধ তৈরি করতে পারে টাইড টার্নার।

- Tide Turners Plastic হলো United Natons Environment Program কর্তৃক নেওয়া একটি বিশ্ব উদ্যোগ যা বিশ্ব স্কাউটস সংস্থা কর্তৃক গৃহীত চ্যালেঞ্জ, এবং Earth Tribe এর অংশ হিসেবে বিবেচিত।
- TTP (Tide Turners Plastic) চ্যালেঞ্জটি বাংলাদেশ স্কাউটস TTPCB (Tide Turners Plastic Challenge Badge) নামে পরিচালিত হচ্ছে।
- TTPCB যুবকদের বুঝতে সাহায্য করবে, মানব সভ্যতার প্লাস্টিকের ব্যবহার বিশ্বের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলছে, কীভাবে পরিছন্ন ও সুস্থ পৃথিবী গড়ার জন্য প্রচার করে টেকসই পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখা যায়।
- তাই, TTPCB অর্জন করার সাথে সাথে স্কাউটসরা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী উন্নতির জন্য কাজ করবে।
- চ্যালেঞ্জ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর একজন স্কাউট সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড সহায়ক একটি ব্যাজ অর্জন করবে।

"প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ"

কার্যক্রম এর উদ্দেশ্য:

- প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে বাস্তু সংস্থানের (Ecosystem) প্রভাব জানতে ও বুঝতে পারা;
- সমাজের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জগুলো সনাক্ত করা এবং অন্যদের সাথে কাজ করে টেকসই সমাধান করতে সক্ষম হওয়া;
- একক ব্যবহার প্লাস্টিক (Single use plastic) ব্যক্তিগত ব্যবহার হ্রাসকরণ সম্পর্কে বুঝা এবং বাস্তবায়ন করা;
- স্বাস্থ্যকর পৃথিবীর জন্য সমাজ, গ্রুপ ও অংশীদারদের সাথে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং অবদান রাখা;
- কিভাবে বিশ্ব সম্প্রদায় এই সমস্যাটি মোকাবেলা করছে তা বুঝতে পারা;
- বন্ধু, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের লোকদের একক ব্যবহার (Single use plastic) হ্রাস (Reduce), পুনঃব্যবহার (Re-use), পুর্নব্যবহার (Re-cycle) করতে উদ্বুদ্ধ করা;
- প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে পানি ও মাটি বাস্তুসংস্থানকে (Ecosystem) দূষণ থেকে রোধ করা;
- Plastic Tide Turner Challenge Badge এর স্বীকৃতি, Earth Tribe নেটওয়ার্ক এর সদস্যহিসেবে যুক্ত হওয়াও সুস্থপৃথিবীকে দূষণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা ।

"প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যা লেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম অ্যাকশন প্লানে রেখেছে। জাতীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, অঞ্চল পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, জেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন, "প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" প্রদান উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পলিথিন মুক্তকরণ নীতিমালা

১. স্কাউটবৃন্দ (কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট) এবং সকল পর্যায়ের স্কাউটারগণ নিজে পলিথিনের ব্যবহার পরিহার করবে এবং অন্যদেরকে পলিথিন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করবে;
২. স্কাউট ক্যাম্পসহ সকল স্কাউটিং কার্যক্রমে পলিথিনের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা;
৩. স্কাউটদের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পলিথিন বিরোধী বিষয় বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে চালু করা। পরবর্তীতে কাব, স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রামের প্রত্যেক স্তরে পলিথিন বিরোধী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;
৪. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক একটি টিম গঠন করে এই বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন করা;
৫. সকল উপজেলায় স্কাউট দলসমূহের সমন্বয়ে ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় টিম গঠন করে মাসে অন্ততঃ একবার তাদের এলাকার বাজার এবং দোকানসমূহে পলিথিন এর কুফল এবং এর আইন সম্পর্কে সচেতন করা;
৬. নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে প্লাস্টিকের চামচ, স্ট্র, পানির বোতল, ওয়ান টাইম বক্স, প্লেট ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৭. স্কাউট শপ এর সকল পণ্য পলিব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় বিক্রি অতিসত্ত্বর বন্ধ করা;
৮. স্কাউট সদস্যগণ সর্বপ্রথম নিজে পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করবে, এরপর পরিবারের সকলকে পলিথিন ব্যবহার বন্ধে উদ্বুদ্ধ করবে;
৯. "পলিথিন বর্জন করবো, পরিবেশ সুন্দর রাখবো" এই শ্লোগানটিকে সকল প্রকার স্কাউট ক্যাম্পে ব্যাপক প্রচারণা চালানো;
১০. স্কাউটিংয়ের সকল প্রশিক্ষণ কোর্স/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/সমাবেশ ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পলিথিন বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ;
১১. পলিথিন মুক্ত স্কাউটিং কার্যক্রমের ব্যাপক জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা। প্রচারের কাজে শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
১২. বাংলাদেশ স্কাউটস পরিচালিত "আমার গ্রাম আমার শহর" এবং "পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর" কার্যক্রমে পলিথিন বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি অর্ন্তভুক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

সচেতনতায় কাজ করছে বাংলাদেশ স্কাউটস ও ডেটল হারপিক

দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ রোধে সরকারের পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে বাংলাদেশ স্কাউটস। এসব সচেতনতামূলক কাজকে আরও ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ স্কাউটসের সাথে যুক্ত হয়েছে ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ। তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশ স্কাউটসকে ২০ হাজার ডেটল সাবান প্রদান করেছে ডেটল কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে দেশের এই ক্রান্তিকালেও মানুষের মাঝে বিভিন্ন সচেতনতার বার্তা ও সহযোগিতা পৌঁছে দিতে একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেওয়া ২০ হাজার সাবান ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস দেশের সকল প্রশাসনিক জেলা ও সিটি কর্পোরেশনে পাঠিয়ে দিয়েছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী স্কাউটস সদস্যরা দেশের গরীব, দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করবে। উল্লেখ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ স্কাউটস ও 'ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ' গত ৪ মার্চ ২০১৯ সাল থেকে এক সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

এর আগে দেশে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব ঠেঁকাতে এবং হোম কোয়ারেন্টাইনকে সফল করতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সকলেই যেন বাসায় অবস্থান করে সময়টাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে নিজের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়। সেজন্য বাংলাদেশ স্কাউটস করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অনলাইন প্রশিক্ষণ, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন, বই পড়ার প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। এছাড়াও "ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ", "বাংলাদেশ স্কাউটস" ও "ইউএনডিপি" ইতোমধ্যে হ্যান্ডওয়াশ চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। যেখানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ এই 'হ্যান্ডওয়াশ চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণ করেছে। এসব প্রতিযোগিদের পুরস্কারও দেয়া হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) ও সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মো. শাহ্ কামাল বলেন, 'করোনা ভাইরাসের কারনে বাংলাদেশ ও বিশ্ব এক অদৃশ্য দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে সময় অতিক্রম করছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই দুর্যোগকালে সকলের উদ্দেশ্য একটাই বার্তা আপনারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন ও ঘরে অবস্থান করুন এবং আপনার যদি ত্রাণের প্রয়োজন হয় তাহলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অথবা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করুন। যাদের ত্রাণ সামগ্রি প্রয়োজন সরকারের তরফ থেকে সকলের ঘরে/ বাসায় ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হবে। সামাজিক সচেতনতার বিষয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস ও ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ অনেক দিন যাবৎ একত্রে কাজ করছি। আমরা আশা করছি সকলের প্রচেষ্টায় আমার অতিদ্রুত এই দুর্যোগ মোকবেলা করতে পারবো।'

ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ-এর মূখ্য সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আহম্মেদ তারেক বলেন, দেশের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাথে কাজ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। করোনা নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সকলে যেন এই ভাইরাস মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সতর্কতা মেনে চলি। আসুন সবাই বাসায় অবস্থান করি এবং ঘনঘন হাত ধোয়ার বিষয়ে পরিবারের সকলকে সচেতন করি। আর সকলের প্রতি একটাই আহ্বান, আসুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের দেওয়া নির্দেশনাগুলো আমরা সবাই মেনে চলি।'

■ অগ্রদূত ডেস্ক

মুজিববর্ষ উপলক্ষে শান্তিরক্ষীদের প্রতি সম্মান প্রদানের স্বীকৃতিসরূপ জাতিসংঘের স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ একসেট স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করেছে জাতিসংঘ।

শনিবার ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতিসংঘের পোস্টাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের আন্তর্জাতিক দিবস ২০২০ (শান্তিরক্ষী দিবস)' উপলক্ষে ২৯ মে এই ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়।

স্মারক ডাকটিকিটের ফলিওতে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, মুজিব বর্ষের লোগো এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ছবি। আরও রয়েছে জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিয়োজিত বাংলাদেশের দুইজন নারী হেলিকপ্টার পাইলটের আইকনিক প্রতিকৃতি।

স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করার স্মরণীয় মুহূর্তে এক প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, 'এটি জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং শান্তির মতবাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিনম্র ও যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা, যে শান্তির মতবাদের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি। এটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের বীর ও নিঃস্বার্থ শান্তিরক্ষীদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মানেরও নিদর্শন।'

এই স্মারক ডাকটিকিট জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বছরব্যাপী উদ্যোগেরই অংশবিশেষ। এটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ও গৌরবময় অংশগ্রহণেরও স্বীকৃতি যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে ১৯৭৪ সালে সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা প্রদত্ত ভাষণের কালজয়ী ঘোষণা 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার'-এর মধ্যে এবং 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই নীতি-আদর্শে।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দিনটি উদযাপনের অংশ হিসেবে বন্ড হেলমেটের অধীনে দায়িত্ব পালন করতে এসে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। যে সকল শান্তিরক্ষী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতভাবে দায়িত্বপালন করে যাচ্ছেন তাদের প্রতিও বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

পরে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিসংঘ মহাসচিব ২০১৯ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গোকারী ৮৩ জন শান্তিরক্ষীকে মরোনোত্তর দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেলে ভূষিত করেন যার মধ্যে বাংলাদেশের দুজন আত্মোৎসর্গকারী শান্তিরক্ষী রয়েছেন। তারা হলেন কনস্টেবল মোহাম্মদ ওমর ফারুক এবং সৈনিক আতিকুল ইসলাম।

এই স্মরণ ও পদক প্রদানের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাসহ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির একটি বার্তাও প্রদর্শন করা হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম দেশ বাংলাদেশের ১ লাখ ৭০ হাজার ২২১ জন শান্তিরক্ষী ৪২টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ৯টি মিশনে ৬৫৪৩ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী কর্মরত রয়েছেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

করোনাকালে অঞ্চল জেলা ও উপজেলা স্কাউটস-এর কার্যক্রম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সংকটের নাম কোভিড-১৯। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের হুবেই প্রদেশের উহান নগরীতে করোনা গোত্রের সপ্তম প্রজাতির ভাইরাস সনাক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে করোনা ভাইরাস জনিত রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। গত ৮মার্চ, ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত করা হয় এবং এখন পর্যন্ত দুনিয়া জুড়ে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে বেড়েই চলেছে। এই সংকটময় পরিস্থতিতে থেমে নেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রম। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চল, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর থেকে প্রেরিত নির্দেশনা পালনের পাশাপাশি নানাবিধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে।

বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে তৈরিকৃত করোনা সচেতনতামূলক লিফলেট বাংলাদেশ স্কাউটস সকল অঞ্চলের প্রত্যেকটি জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করে। সকল অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত করোনা প্রতিরোধ মালামাল স্কাউট ও স্কাউট লিডারদের অংশগ্রহণে সাধারণ মানুষ ও স্কাউট পরিবারের সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়। যার মধ্যে সাবান, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, মাস্ক, হ্যান্ডগ্লোবস উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পিপিই জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সিভিল সার্জন এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে সকল জেলার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও স্কাউট পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নগদ আর্থিক সহায়তার আওতায় ১৩০ জন স্কাউট পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের যাকাত সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় অঞ্চলসমূহ জেলা থেকে তালিকা সংগ্রহ করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রেরিত "করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ পরিপত্র-১" এর কার্যক্রম সকল অঞ্চলে বাস্তবায়ন করা হয়। করোনা মহামারীর সংকটময় পরিস্থিতিতেও থেমে নেই স্কাউটিং কার্যক্রম । স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা বাড়িতে অবস্থান করছে। তাদের অবসর সময়কে কাজে লাগানো জন্য "করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ পরিপত্র-১" এর অধীন ৯টি চ্যালেঞ্জ নিয়মিত পালিত হয় ও ইউনিট লিডারকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয় যা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেছে বাংলাদেশ স্কাউটস। চ্যালেঞ্জগুলো হলো- ১. করোনা সম্পর্কে অবহিত হই ও অন্যকে জানতে উদ্বুদ্ধ করি ২. সবুজ থাকি ,সবুজ রাখি ৩. সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া চ্যালেঞ্জ ৪. অনলাইন ভিত্তিক বই পড়া প্রতিযোগিতা (সময় কাটুক বই এর সাথে) ৫. অনলাইন ভিত্তিক ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা (ঘরে থাকি ,ছবি আঁকি) ৬. অনলাইন ভিত্তিক আবৃতি শেখা ৭. নিজেই করোনা ঝুঁকি পরীক্ষা করা ৮.গুগল ম্যাপিং ৯. করোনা চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ। অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্যাক মিটিং, ট্রুপ মিটিং আয়োজন করা হয় এছাড়াও সংসদ টিভিসহ বিভিন্ন অনলাইনে অনুষ্ঠিত একাডেমিক সেশনে অংশগ্রহণের জন্য স্কাউটদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুয়ায়ী পরিত্যক্ত জায়গায় ও ভবনের ছাদে গাছ লাগানো কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ স্কাউটস অঞ্চলসমূহ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে শাক, সবজির আবাদ করা হয় । এ ব্যাপারে অঞ্চল সমূহে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস, সকল অঞ্চলে আঞ্চলিক রেসপন্স টীম গঠন করা হয়। আঞ্চলিক উপ কমিশনার সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসহ জেলার করোনা পরিস্থির সার্বিক মনিটরিং ও স্কাউটদের কার্যক্রম তদারকির জন্য ৬ সকল আঞ্চলিক উপ কমিশনারকে জেলাসমূহের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সকল জেলায় ২০ সদস্য বিশিষ্ঠ ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয় যারা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর উপহার প্রাপ্তদের তালিকা তৈরিকরণ, বাড়ীতে-বাড়ীতে প্রধান মন্ত্রীর উপহার পৌঁছে দেয়া, আক্রান্ত ব্যাক্তি বাড়ীতে খাবার সরবরাহ, জরুরী ঔষধ ও শিশু খাদ্য সরবরাহ কাজে সহায়তা করে। একইভাবে উপজেলাসমূহে ২০ সদস্য বিশিষ্ট ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয় যারা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে সমন্বয় করে ত্রাণ সহায়তা কাজে অংশগ্রহণ করে। ইমারজেন্সি রেসপন্স টিমের সদস্যরা অনলাইনভিত্তিক শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট 'মুক্তপাঠ' থেকে করোনা বিষয়ক কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট অর্জন করে।

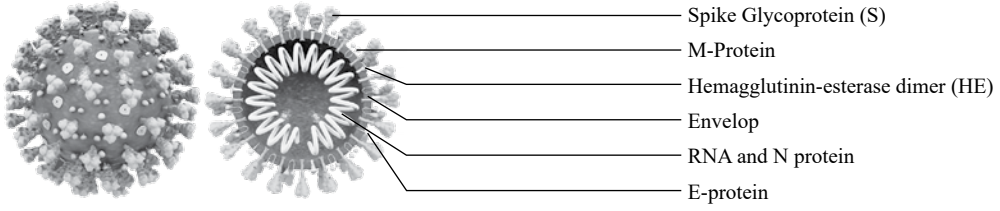

করোনার সাথে ডেঙ্গুঃ আমাদের করণীয়

একেই বলে "মরার উপর খাঁড়ার ঘা"- করোনার সাথে ডেঙ্গু। সারা বিশ্ব করোনায় কার্যত বন্ধ। জাতিসংঘ প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই করোনাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। করোনা কোথায় গিয়ে থামবে কেউ বলতে পারেনা। মানুষের মৃত্যু, বিশ্ব অর্থনীতি, বিশ্ব বাণিজ্য, দেশে দেশে সম্পর্ক, মানুষের চলন-বলন, সামাজিক রীতি-নীতি এগুলোতে কী পরিবর্তন আসবে অনেক ক্ষেত্রে ধারনা করাও কঠিন। বাংলাদেশের মানুষ গত আট-নয় দিন ঘরে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে; বাইরে যাওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ দেশে সামগ্রিকভাবে অপরাধ কমলেও নারীর প্রতি সহিংসতা গত কয়েকদিনে বেড়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা এর ভালো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রথম দেখা দেয় ২০০০ সনে এবং সেবারে মারা যায় ৯৩ জন। পরবর্তী তিন বছরে এর প্রভাব কমে এক পর্যায়ে শূণ্যের কোঠায় নেমে আসে। এদেশে আবার ডেঙ্গুর দেখা মেলে ২০১৮ সনে। সেবছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় ১০ হাজার ১৪৮ জন এবং মারা যায় ২৬ জন। গত বছর এর বিস্তার ছিল অনেক বেশি। ইতিপূর্বে ডেঙ্গু শুধুমাত্র ঢাকা শহরে থাকলেও গত ২০১৯ সনে এটি সারা দেশে ছড়িয়ে পরে। আমরা পত্রিকায় জেনেছি ২০১৯ এ সারা দেশে ডেঙ্গু আত্রান্ত হয়েছিলেন ১ লক্ষ ১ হাজার ৩৫৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৭৯ জনের। আমাদের নিকট একটি মৃত্যুও গ্রহণযোগ্য না হলেও এটি হচ্ছে বাস্তবতা। তবে গত বছরের ডেঙ্গু আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। ডেঙ্গু সারা দেশে ছড়ালেও এর মূল ব্যপ্তি ছিল ঢাকা শহরে।

আক্রান্ত হবার পর কেউ কেউ ঢাকা ছেড়েছেন, আবার নানা প্রকার যানবাহনের সাথে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশাও দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় প্রশাসন, পৌরসভাসমূহ সম্মিলিতভাবে গত বছর এটার মোকাবেলা করেছে। ডেঙ্গু মোকাবেলা অনেকটা চেনাপথ। কিন্তু নতুন কিছু চ্যালেঞ্জও আছে।

আমরা যদি গত বছরের ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনার সার্বিক চিত্র দেখি তবে এক কথায় বলা যাবে এটি একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সরকারি কর্মচারী ও স্থানীয় প্রশাসন, সমাজ কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী, মসজিদের ইমাম সকলে একযোগে কাজ করেছে।

আমরা জানি পরিস্কার পানিতে ডিম পাড়া এই মশা বাড়িতে, ঘরের বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা পানিতে, ঘরের বাইরের পরিস্কার পানিতে বংশ বৃদ্ধি করে। গত বছর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ডেঙ্গুর সময় ঢাকা শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিল সার্বিক কাজের সমন্বয়ের জন্য। তাঁর সাথে স্বাস্থ্য বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী, স্কাউট সকলে মিলে ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ও এগিয়ে এসেছিল, কতদ্রুত নুতন এডিস মশা মারার রাসায়নিক দ্রব্য আনা যায় তার অনুমতি দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে।

গত বছর এডিস দমনে চিকিৎসাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণ "যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" আমরা দেখেছি ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশসহ সারা দেশের পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এসেছে, নিজের কর্মস্থল পরিস্কার করেছে, একই সাথে অন্যকে পরামর্শ দিয়েছে। থানা, পুলিশ লাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় মুক্ত আকাশের নিচে পরিত্যাক্ত গাড়ী, রিকশা ও অন্যান্য জিনিস ছিল এডিসের ভালো বংশ বৃদ্ধির স্থান, যা পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে ধ্বংস করেছে।

দেশব্যাপী স্কাউটরা এডিসের বিরূদ্ধে নিরলস কাজ করেছে। এডিস কীভাবে ছড়ায়, বংশ বৃদ্ধি করে এবং ডেঙ্গু হলে কী করতে হবে তার প্রচার, সকলকে সাথে নিয়ে এডিসের বংশ বৃদ্ধির স্থানগুলো ধ্বংস করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি কাজ স্কাউটরা তাদের নেতা স্কাউট লিডার এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের নেতৃত্বে করেছে। এ বিষয়ে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি সকলে কাজ

করেছে। কাজের মধ্যে আনন্দ, স্কাউটরা ডেঙ্গু বিরোধী একটি শ্লোগান তৈরি করেছে যা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে: 'তিন দিনে একদিন/ জমা পানি ফেলে দিন।' পরিস্কার পানি কোথাও তিনদিন জমে থাকলে এডিস মশার বংশবৃদ্ধিতে তা সহায়ক।

সিটি কর্পোরেশন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ করেছে আসল কাজগুলো; পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য সেবা। এলাকা ভাগ করে চিরুনী অভিযানের মত হয়েছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। দীর্ঘ দিনের জমা ময়লা, দুই বাড়ির মাঝের স্থান, ড্রেন, বাড়ির প্রাঙ্গণে পরিত্যাক্ত স্থান এ সকল জায়গায় পৌঁছে গেছে মেয়র আতিকুল ইসলাম এবং সাঈদ খোকনের হাত। সব যে পরিস্কার করা গেছে তা নয় তবে চেষ্টা ছিল আন্তরিক।

স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে চমৎকার একটা সমন্বয় গড়ে উঠে। ডেঙ্গু আক্রান্ত কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে তার ঠিকানা ধরে সিটি কর্পোরেশনের লোকজন চলে গেছে তার বাসায়; সে বাসাকে কেন্দ্র করে, চারদিকের বাসায় চালিয়েছে এডিস নিধন অভিযান। এতে লক্ষ্যস্থল সহজে চিহ্নিত করে এডিস বিরোধী কার্যক্রম করা গেছে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্মীগণকে আহবান জানিয়েছেন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে, নিজেরাও যোগ দিয়েছেন। তাদের এই কার্যক্রম জনগণকে এডিস বিরোধী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি। এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সচেতন হয়েছে, অংশগ্রহণ করেছে। মসজিদের ইমামগণ ঢাকাসহ দেশব্যাপী জুম্মার নামাজসহ বিভিন্ন ওয়াক্তের নামাজে এডিসের সতর্ক বাণী মুসল্লিগণকে জানিয়েছেন। তাদের কথাগুলো সর্বস্তরের মানুষ জেনে তা কাজে রূপ দিয়েছেন।

এ কথাটি ঠিক যে সর্বস্তরের জনগণকে শতভাগ উদ্বুদ্ধ করা যায়নি তবে এই বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া গেছে যে এডিস পরিস্কার পানিতে জন্মায়, তা আপনার ঘরে অধিকংশ সময় হয়ে থাকে। কাজেই জমা পানি ফেলে দেয়ার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনেকখানি কার্যকর হয়েছে।

স্থানীয় ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে এডিস বিরোধী কার্যক্রমে নেমেছে। সচেতনতা, এডিস ধ্বংশ করা, পরিস্কার পরিচ্ছনতাসহ সকল কাজ করেছে।

চমৎকার কাজ ছিল মিডিয়ার ভূমিকা, তাদের গঠনমূলক সমালোচনা, অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেদন, মন্তব্য, মতামত এডিস বিরোধী কার্যক্রমকে করেছে বেগবান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সর্বস্তরের সরকারি কর্মচারী এবং স্থানীয় প্রশাসন একযোগে কাজ করেছে।

এ বছরের ডেঙ্গু অবশ্য কিছু নুতন মাত্রা নিয়ে আসবে। ধারণা করা যায় ডেঙ্গু তার ধরণ কিছুটা পাল্টাবে। সঙ্গত কারণ রয়েছে এটি ভাববার, চিকিৎসকরাও তেমনটি বলেছেন। আরো বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো একই সাথে চলছে করোনা। গত বছর যেমন সহজে এডিস বিধ্বংসী নতুন রাসায়নিক পদার্থ বাইরে থেকে আনা গেছে, এ বছর তেমনটি করা যাবেনা হয়ত। চিকিৎসকগণ বলেছেন ডেঙ্গুর লক্ষণের সাথে করোনার অনেকটা মিল আছে। কাজেই সনাক্তকরণে বেশ সমস্যা দেখা দিবে। এখন যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি, গায়ে ব্যথা হলে অনেকে সন্দেহ করছেন করোনা হয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে ডেঙ্গু ও করোনার লক্ষণের পরিস্কার ভিন্নতা সনাক্ত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই দুরূহ হবে বলে ধারনা। গত বছর ডেঙ্গুর সময় রোজা এবং ঈদ বাদে বাকি সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। এ বছর করোনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে সে জায়গাগুলো এডিসসহ সকল মশার বংশ বৃদ্ধির বড় আবাসস্থল হতে পারে।

সাধারণ ছুটির কারণে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোতে কর্মীর স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। গণ পরিবহন চালু না থাকায় অনেক কর্মী তাদের কর্মস্থলে যেতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক বেসরকারী হাসপাতাল করোনার কারণে বন্ধ করে দিয়েছে, যা চিকিৎসা সুবিধা কিছুটা হলেও কমিয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপশি অনেকগুলো সুযোগও আমাদের আছে। ঢাকাসহ সারা দেশের প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ গত বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সমাজকর্মীগণ করোনার চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে কাজ করতে পারবেন। করোনার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষতঃ সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলো বেশ কয়েকদিন যাবত 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় জোরেশোরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিধনের কাজ করছে। জনগণের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা আগের চেয়ে বেশি। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গু বিষয়ক করণীয় সম্পর্কে সকলকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মিডিয়া এখনই করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গু বিষয়ক করণীয় সম্পর্কে প্রচার শুরু করতে পারে। করোনা এবং ডেঙ্গুর লক্ষণ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন যাতে মানুষ যথোপযুক্ত চিকিৎসা সেবার জন্য যেতে পারে। স্বাস্থ্য বিভাগ অনেক ডেঙ্গু ইউনিটকে করোনা ইউনিটে রূপান্তর করেছে মর্মে মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে। কাজেই করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গু ইউনিট পুনরায় চালু করা জরুরী। করোনা, ডেঙ্গু, সাধারণ শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য রোগের জন্য আলাদা হাসপাতাল চিহ্নিত করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। গত বছর ডেঙ্গুর জন্য যে চিকিৎসা ব্যবস্থা দাড় করানো হয়েছিল তা ব্যবহার করতে পারলে ডেঙ্গু মোকাবেলা সহজ হবে।

সারাদেশে বৃষ্টি বাদল শুরু হওয়ার আগেই ২০০ এর অধিক রোগী সনাক্ত হয়েছে। বৃষ্টি শুরু হলে এর প্রকোপ বাড়বে বলে ধারণা করা যায়। কাজেই এখনই সময় ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো, ডেঙ্গুর আবাসস্থল ধ্বংস করা। করোনা মোকাবেলায় আমাদের যে কার্যক্রম, গত বছরে ডেঙ্গু বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা তা নিয়ে আমরা আগামীর পথ চলবো- সকলে মিলে-একসাথে।

■ লেখক: **মোঃ আবুল কালাম আজাদ**
সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং প্রাক্তন মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) ও প্রাক্তন মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আমি ও আমার স্কাউটিং

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

আসলে নিজের কথা বলা একটু বিব্রতকর এ জন্য যে, বেশী বলে ফেললাম কিনা অথবা কম বলা হল কিনা এটা পরিমিত বোধটা। তবুও যেটা সার্বজনীন বিশেষ করে আমার ব্যাপারে আমার কাছাকাছি যারা ছিলেন তাদের বলতে চাই, আমার বাড়ী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার একটি জেলা মাদারীপুর এবং আমার বাড়ী মাদারীপুর জেলা শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দুরত্বে বলে বেশী দূরত্ব মনে হয়না। কিন্তু আমাদের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালীন অবস্থায় যখন পাকিস্তানের অংশছিলাম তখন আমি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র। হাই স্কুলের ছাত্র অবস্থায় শহরের দূরত্ব অনেক বেশী মনে হতো। রাস্তাঘাট ভালো ছিলনা, একটা নদী ছিল। নদী পার হয়ে যেতে হতো। সারা বছরই নদী পার হতে হতো। শীতকালে নদী পার হতে ০৫ মিনিট সময় লাগতো। আর বর্ষাকালে ১-১.৫ ঘন্টা সময় লাগতো। ঐ রকম একটি পরিবেশে আমার জন্ম। একেবারেই বাংলাদেশের প্রাণ বলতে যা বোঝায় আমি ভালো করে বুঝি গ্রাম বলতে কি বুঝায়। গ্রামের মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ, আশাবাদী মানুষ। খেটে খাওয়া মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পারবারের সন্তান। আমাদের গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম। আমার গ্রামের নাম পাঁচখোলা। পাঁচখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আমি ছাত্র এবং সেখান থেকে যখন পাশ করলাম তারপর আমাদের হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে। মাদারীপুর জেলা শহরে ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি। ইউনাইটেড ইসলামিয়া স্কুল মাদারীপুরে একটি ভালো স্কুল। এক সময় ইসলামিয়া ইউনাটেড স্কুল ও মাদারীপুর সরকারি স্কুল মিলে মাদারীপুর সরকারি ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি স্কুল রূপান্তরিত হয়। এটি ১৯৬৯ সালে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। আমি এই স্কুলের যখন লেখা-পড়া করি তখন দেখতাম স্কুলে ছেলেরা স্কাউটিং করে। আমার ক্লাসে যারা পড়তো যেমন, দু'একজনের নাম আতিকুর রহমান, ফজলুল করিম। সে পরবর্তীতে নৌ বাহিনীর অফিসার হয়েছিল। এখন রিটায়ার্ড, এরা তখন স্কাউটিং করতো। আমার তখন ইচ্ছা হতো যে, আমি স্কাউটিং এ জড়িত হই। মাঝে মাঝে ওদের সাথে থাকতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সমস্য হচ্ছে যে, মাদারীপুর থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ী যেহেতু দূরে এবং আমি কেবলমাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, ঐ সময় এ কাজগুলো করে বাড়ীতে যাওয়া কঠিন ছিল। এমনকি আমার সাথে যদি ২/১ জনকে পাওয়া যেত যাদের সাথে ৫/৭ জন একসাথে নৌকায় যেতাম, হেটে যেতাম কিন্তু তারা না থাকলে তো একা স্কাউটিং করতে পারিনা। ২/৪ দিন ঘোরা ফেরার পর আর স্কাউটিং করা হয়নি। আমি বলতে সংকোজ বোধ করিনা যে, স্কাউটিং এ আমার শুরুটা দৃশ্যমান বা দাপটের সাথে শুরু করতে পারিনি।

আজকে যারা কাব, স্কাউটরা এবং বয়সী যারা আছেন, স্কাউটিং এ তাদের অবদান গৌরবময় কিন্তু আমার সেরকম হয়নি। কিন্তু এদের নীতি, আদর্শ, পরিপাটি পোশাক আমার না বোঝার বয়স থেকেই আকৃষ্ট করতো। এবং স্কাউটিংয়ে ঐভাবে জড়িত না হলেও এদের সাথে আমার একটা ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। আজকে যে আমি প্রধান জাতীয় কমিশনার হয়েছি এটা আমি বলবো যে, এর কিছুটা আমার যোগ্যতা বলে এসেছি। বাকীটা আল্লাহর ইচ্ছা। আমি বলবো যে, যারা আমার কাছাকাছি থেকেছেন আমার সিনিয়র জুনিয়ারদের সমর্থন ও সহযোগিতায় এ পর্যায়ে এসেছি। আমি বলতে চাই স্কাউটিং এর শুরুটা আমার দাপটের সাথে না হলেও আমি এ পর্যায়ে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি মনে করি স্কাউটিংয়ে যেখানে যতটা থাকা সম্ভব আমি আমার সর্বোচ্চটাই দিতে চেষ্টা করি এবং আমি আত্মতুষ্টিতে না ডুবে বলবো স্কাউটিং এ আমি যে সময়টুকু দেই আমি মনে করি আমি একটি ভাল কাজ করছি। এ অনুপ্রেরণা আমাকে তাড়না করে। যার ফলে আমার এ সময়টা ভালই কাটে। এর পরে আমি যখন স্কুল পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম এবং ভর্তি হওয়ার

পরে জটিল সময় দুটি বছর যে কিভাবে কেটে গেলো বুঝতেই পারলাম না। এর পরে ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে আবার আমার সরাসরি স্কাউটিং করার সুযোগ হলো। আমি জহুরুল হক হলের ছাত্র ছিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু যেমন মহিউদ্দিন পান্নু আমার মামা আবদুস হক সাহেব। হক সাহেব রোভার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আরো ছিলেন আবদুল আউয়াল হাওলাদারসহ অনেকে। কিন্তু যারা পিআরএস পেয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে ঐ ধরণের পর্যায়ে কাজ করিনি তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিটে এনরোল ছিলাম এবং অনেকগুলো কাজ করেছি। শহীদ মিনারে কাজ করা, সর্বাধিক ক্রু মিটিং, সমাজ সেবামূলক কাজে অংশ নিয়েছি। স্কাউটিংয়ে ধীরে ধীরে আমি এ পর্যায়ে চলে আসি। আমার গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভূক্তি হলো নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে। তখন থেকেই মানুষ আমাকে দেখেছে আমার স্কাউটিং করা এবং তখন থেকেই স্কাউটিং পছন্দ করি। ভালুকার আগে আমি আড়াই হাজার উপজেলায় থাকা অবস্থায় স্কাউটিং এর একটি বেসিক কোর্স আয়োজন করেছিলাম। ঢাকা থেকে ট্রেইনার স্টাফ গিয়েছিলেন। এবং এটা ছিল ঐখানের জন্য একটি বিরল ঘটনা। এ এলাকার মানুষ জীবনে স্কাউটিং দেখেনি। এভাবে প্রশিক্ষণ করা, আবার একটা স্কুলে নিয়ে সেটাও ছিল নতুন ঘটনা। সেখানে আমি একটা অফিস করে দিয়েছিলাম। আবার নতুন করে স্কাউটিং কি তা চিনলো সেখানকার মানুষ। পরবর্তীতে আমি ভালুকায়যোগ দেই। ভালুকা উপজেলায় স্কাউটিং এর জন্য কাজ করলাম। একটা নতুন অফিস করেছিলাম এবং সেখানেও একটা বেসিক কোর্সের আয়োজন করলাম। সেখানে স্কাউটিং সম্পর্কে মানুষের অনেক জানা-শোনা হয়ে গেল। তখন ভালুকায় স্কাউটিং এতটাই সম্প্রসারিত ছিল যে, স্কাউটিংয়ে আমরা ক্যাম্পুরী এবং অন্যান্য যে কার্যক্রম করার সাথে সাথে কাব হলিডে আয়োজন যা স্কাউটিং এর একটা ভুলে যাওয়া অধ্যায়। যা মানুষের অনভ্যাসের জন্য ভুলেই যায়। আমরা সেই কাব হলিডের অনুষ্ঠান চালু করলাম প্রতিটি ইউনিয়নে। প্রতিটি ইউনিয়ন জাক-জমকপূর্ণ কাব হলিডে শুরু করলাম। মানুষ দেখলো স্কাউটিং চলছে পুরো উপজেলায়। সমগ্র এলাকায় একটা Festive Mood হয়েছিল। ঢাকা থেকে যারা জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ-কমিশনার তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। বিশেষ করে জে. এ শামসুল হক, আবুল হোসেন শিকদার, নির্বাহী সচিব গিয়েছিলেন। তখন তারা আমাকে ভিন্নভাবে আবিস্কার করেন এবং এ প্রেক্ষিতে এ সংগঠনে থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছি। এরপরে আমি ঢাকা বদলি হয়ে চলে আসার পরে আমি মঞ্জুরুল করীম স্যারের ডেপুটি হিসেবে জাতীয় সদর দফতরে কাজ করার সুযোগ পাই। ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার হিসেবে আমি একাধিকবার কাজ করেছি। আমি অকপটে বলেছি স্কাউটিং এর শুরুটা সেইভাবে অন্যদের মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার প্রাপ্ত হতে কাজ করিনি এবং আমি আমার সেইসব শুন্যস্থানগুলো পুরণের দ্রুত চেস্টা করি। আমি ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার ছিলাম ৩/৪টি বিভাগে। পরবর্তীতে ন্যাশনাল কমিশনার হওয়ার আগে আমাকে নির্বাহী কমিটির সহযোজিত সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ধাপে ধাপে কাজ করে আমি এ পর্যায়ে এসেছি। জাতীয় কমিশনার হয়েছি ২/৩টি জায়গায়। এর পরে আন্তর্জাতিক কমিশনার হয়েছি। অতঃপর আমি প্রধান জাতীয় কমিশনার হয়েছি। আমি বলতে চাই আমার এ প্রধান জাতীয় কমিশনারের দায়িত্বটাও প্রায় ছয় বছর দুই টার্ম প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। চলমানটা আমি আসছিনা। আমি স্কাউটিং এ যথেষ্ট সময় দেই। কাজ করার চেষ্টা করি। আমার ব্যক্তিগত স্কাউটিং সম্পর্কে একটু বলি। তারপর যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো।

বেলায়েত হোসেন প্রশ্ন করেছেন। করোনা কালীন রোভারদের কোন করণীয় আছে কিনা?

পুরাতন প্রশ্ন- কিছু করা যায় কিনা, করার আছে কিনা, ইতোমধ্যে আমরা কাজের মধ্যে আছি। তবে করোনা সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মিটিং হয়েছে, ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে, এবং বিভিন্ন সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। কি কি করতে হবে সেখানে এসব কথা বলা হয়েছে। তবু বেলায়েত সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই যে, তার প্রশ্ন হয়তো তার জানার জন্য নয় হয়তো যারা সংযুক্ত আছে তাদের জানার জন্য। আমি মনে করি স্কাউটদের সব সময়ই কিছুনা কিছু করার আছে। মূল মটো হচ্ছে সেবা করা। আর এ সেবার জন্য আমাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলা হয়। আর রোভারদের সার্ভিস হবে সেবা। এখানে আর কোন প্রশ্ন নেই। দুনিয়াতে একটা পুরানো কথা আছে Safety first। রাস্তাঘাট তৈরির সময় ও লিখে রাখে Safety first। সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি নিরাপদ না হয় যদি আমরা সুরক্ষা না দেই যদি সেটা জীবনের জন্য ঝুকিপূর্ণ হয়, সেটা দেখা দরকার। করোনায় আমাদের দুনিয়ার অবস্থা এমন যে ডাক্তাররাও আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের আমরা Frontline যোদ্ধা বলি। তাদের আমরা সম্মান করি। ছালাম দেই। পত্র পত্রিকায় তাদের সম্মান দেখানো হয়। তারা পেশাদারিত্বের সাথে কাজগুলো করে। তার পরে তারা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। কাজেই এটা সহজ কাজ নয়। এবং এটা বিবেচনা প্রসূত যে এটা একটা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন ইঞ্জিনিয়ার যেমন আমি সরকারি চাকুরীজীবী, আমরা এ কাজের জন্য উপযুক্ত না। যে এ কাজের জন্য উপযুক্ত তাকে খুঁজে বের করতে হবে। এবং সেটা বের করার জন্য আমরা কাজ করে আসছি। আমরা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে রেসপন্স টীম গঠন করেছি। সে টীমে আমাদের রোভাররা অন্তর্ভূক্ত আছে সদস্য হিসেবে। সব জায়গায় এখনও কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। আমি মনে করি যে, প্রশাসনের যেসকল কাজ আছে যেমন রিলিফ বিতরণ, সাধারণ মানুষকে অবহিত করণ অথবা যে কোন অপেক্ষাকৃত কম ঝুকি অথবা ঝুকিবিহীন সেখানে আমাদের এ সদস্যরা কাজ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে হবে। আমাদের সিনিয়রদের কাছে থেকে পরামর্শ নিতে

হবে। আমরা আবারও বলছি যে প্রয়োজনে আমাদের সদর দফতর থেকেও অনুমতি নিতে হবে। রোভাররা অবশ্যই কাজ করবে তবে Safety Measure যেগুলোতে আছে তা মেনে কাজ করতে হবে। যেমন PPE ব্যবহার করে রোভাররা কাজ করবে। এভাবে হলে আমাদের টেনশনের কোন কারণ নেই। স্বাগতম জানাবো। আর একজন প্রশ্ন করেছে যে, আমার স্কাউট জীবনে ও কর্ম জীবনে স্কাউটিং এর কোন প্রভাব আছে কিনা। আসলে আমাদের জীবনের যে কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাই। স্কাউটিং এ যে নেতৃত্ব দেয়া। ইদানিং আমি একটা কথা কল্পনা করার চেষ্টা করি We are not boss, Leader। আমরা স্কাউটিং সবাই ষষ্ঠক নেতা আবার আমিও নেতা। তার মধ্যে বড় বড় নেতাও আছেন যেমন, আমাদের সভাপতিও নেতা আমাদের জাতীয় কমিটির সভাপতিগণও নেতা। নেতা হতে হবে Boss না কাজেই মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, আচরণ করা জরুরী। তাকে বুঝিয়ে কাজে সংযুক্ত রাখা। তার সন্তুষ্টি অর্জন করে কাজটি করিয়ে নেয়া। এই যোগ্যতা থাকাটা জরুরী। স্কাউটিং ও আমার ব্যক্তিগত আচরণ একই রকম আছে মনে হয়। নিজের সম্পর্কে যতটুকু বুঝতে পারি। কিন্তু স্কাউটিংয়ে এসে মনে হয় এটি আরো পরিস্কার হয়েছে। অনেকের কাছে গিয়েছি এবং দেখেছি তারা ছোটদের সাথে বড়দের সাথে একাত্ম হতে পারে। আমরা যদি শুধু অফিসের পদমর্যাদা নিয়ে ভাবতাম তবে অফিসে যাদের নিয়ে কাজ করি, কোন ব্যক্তি বা কোন নির্দিষ্ট পেশার দিকে ঈঙ্গিত করছিনা তা হলে তাদের সাথে এতটা ফ্রি হতে পারতাম না। আমার কাছে যে কেউ আসতে পারে কথা বলতে পারে। কেউ যদি বলে স্যার আপনার সাথে আমার কথা বলতে ভয় হয়, অথবা সাহস করিনি, আমার কাছে এটা মনে হয় অমুলক অভিযোগ। এটা আমি মানি না। আমি যে মানুষের সাথে সহজ সরল এবং সহজে কাছে নিতে পারি স্বাভাবিকভাবে এটা অনেকে আমার ত্রুটি হিসেবে নিতে পারে। যারা বেশী আমলাতান্ত্রীক মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে তারা হয়তো আমার পিছনে মন্তব্যও করতে পারেন। সেটা আমার মাথায় নিতে প্রস্তুত। এটা আমি কোথাও করিনা। আমি মনে করি যে, আমলা হওয়ার পরে যে আচরণ, ধমকা-ধামকি দিয়ে চলা, তাদেরকে কথা বলতে না দেয়া। কথা বলতে থামিয়ে দেয়া। এধরণের কাজ একটি রোগই মনে করি। যারা একজন সুস্থ্য মানুষ যারা একজন পরিপূর্ণ মানুষ। আমি মনে করি এ বদগুন থাকা উচিৎ না। আমি অনেক সময় হয়তো বেশী উদার হয়ে যেতে পারি। সে ক্ষেত্রে আমি একটা Balance করি। সরকারি আমলার যে চরিত্র আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেয়ার যে চরিত্র আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব নীতিবোধ এ দুটোর সমন্বয় ও Blending করি। সেক্ষেত্রে যদি দেখি কেউ আমাকে পেয়ে বসেছে সে ক্ষেত্রে আমি কৌশলী ভূমিকা নেই। আবার যদি সরকারি পদের কারণে অনেকের কাছে থেকে দূর হয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে স্কাউটিং কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি। স্কাউটিং এর এ জ্ঞানটি আমার ব্যক্তি জীবনে ও চাকুরী জীবনে প্রভাব রয়েছে। আরেকটু যদি পরিস্কার করে বলি, হয়তো সরকারি কাজে মানুষের সাথে কথা বলতে হয়। বক্তৃতা দিতে হয় স্কাউটিং এ কাজে আমাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়েছে। আমার বলার মধ্যে যদি কিছু থাকে অথবা মানুষকে Convince করা অথবা নিজের মতের সাথে একমত অথবা টেনে আনার কৌশল বা যোগ্যতা থাকে তা স্কাউটিং থেকে নিয়েছি। এ কাজে আমার যারা সমবয়সী, যারা জেষ্ঠ্য যারা অতীতে ছিলেন তাদের আমি অনুসরণ করি এবং সত্যকথা যে, আমি সবার কাছ থেকে সবটি নেই না। আমি মনে করি আমাদের ২/১ জনের ভালগুণ গুলো অনুস্মরণ করা উচিৎ। আমি অনেকের কিছু গুণ পছন্দ করি না, যা আমি অনুস্মরণ করিনা, তা বাদ দিয়ে পছন্দের গুণগুলো অনুস্মরণ করি। আমি মনে করি মানুষের জন্য কল্যাণকর সমাজের জন্য কল্যাণকর, যে গুণগুলো তাদের নিজেদের বিবেচনাবোধ দিয়ে নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি কাজে লাগানো। আমার মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে সেটা যেন তারা গ্রহণ করে। আমি এটা সবাইকে বলবো, স্কাউটিং এর মূলনীতি, আদর্শ এবং আমাদের যে প্রতিজ্ঞা তা যেন আমাদের মাথায় রাখি তবে আমাদের আচরণ, আমাদের জীবন সব কিছুই শৃংঙ্খলার মধ্যে থাকতে পারে। আমি সব সময়ই এ প্রতিজ্ঞাগুলো করি, যখন আইনগুলো ভাঙি তখন একা একা নিজেকে এ প্রশ্নগুলো করি যে, আমি এগুলো মানি কিনা। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি। এ বিষয়ে আমারো ঘাটতি থাকতে পারে। তবে থাকবে না কেন, থাকলেই ভালো। আমি বাকী যে, কয়দিন আছি সঠিক বলার চেস্টা করি। স্কাউটিং এ থাকা মানে প্রধান জাতীয় কমিশনার থাকা না। স্কাউটিং এ থাকা মানে যে কোনভাবে সম্পৃক্ত থাকা। স্কাউটিং এ যতদিন আছি ততদিন Once a Scout Always a Scout. যতদিন স্কাউটিং এ থাকি স্কাউটিং এর নীতি আদর্শকে ধরে রাখবো ও আমি যাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারি আমার গ্রাম, আমার বন্ধু, আমার পরিবেশ, কোন না কোনভাবে চেতনায় উজ্জিবিত করতে চেষ্টা করবো।

আগামীর স্কাউটিং: আমি যতদূর দেখছি। স্কাউটিং এ আমার সম্পৃক্ততা ৯০ দশকের শুরু থেকে। সেইখানে আমার ৩০ বছরের স্কাউটিং এর সরাসরি যুক্ত থাকা বিভিন্ন ফেইজে, স্তর অতিক্রম করে আসছি, স্কাউটিং এ আমরা প্রথম জীবনে যেভাবে দেখতাম এখন সেভাবে নেই। ইতোমধ্যে আমরা ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছি। আমাদের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের চিন্তাভাবনারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক প্রোগ্রামে স্কাউটিং এর পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এবং আমি মনে করি যে, যেসব সন্তানেরা introvert যারা কথা বলতে পারেনা, যারা বন্ধুত্ব করতে পারেনা এক ঘরে হয়ে থাকে, সমাজে কোন পরিবেশে গেলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, আমাদের অভিভাবকদের বলবো আমাদের সন্তানদের কে স্কাউটি এ দিন। তাহলে সে তার বন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সে অনেক কিছু জানতে পারবে। বইতে পড়ে সে যতটুকু

জানবে সেটা তার একক প্রচেষ্টা কিন্তু তার ৬ জন বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে তখন তার ৬ জনের জ্ঞান তার ভিতরে ঢুকবে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি তখন আমরা গ্রুপের লেখা-পড়া করতাম। যেমন, তুমি এই Chapter, তুমি অন্য Chapter পড়বে। সময় কম বিধায় Chapter ভাগাভাগি করে পড়ে একত্রে বসে শেয়ার করতাম। দেখা যায় এক সপ্তাহে ৫/৭ টা Chapter পড়া হয়ে যায়। স্কাউটিং এ ও আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে থাকি। আমাদের হাজারো ট্রেনিং, প্রতি নিয়ত ট্রেনিং। আমাদের স্তরটাই এমন ধাপে ধাপে স্তর পারে হতে হয়। আমি মনে করি যে, আমরা আমাদের সর্বোচ্চটাই দেয়ার চেষ্টা করি। আমরা যখন বক্তব্য রাখি তখন চেষ্টা করি ওডিয়েন্স কি চায় ও বিষয় বস্তুর দিকে খেয়াল রাখা এবং উপস্থিত যারা থাকেন তাদের সাথে কি Interactive হবে সেটা বুঝে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি। বিষয়ভিত্তিক কথা বলার চেষ্টা করি। আমি মনে করি যে, আপনার সন্তানকে যদি স্কাউটিং এ দেন তা হলে আপনার সন্তানদের মধ্যে একটা স্মার্টনেস তৈরি হবে। তার ভিতরে নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে। তার ভিতরে দায়িত্ববোধ বাড়বে, একা চলা ও বলার অভ্যাস হবে, তাঁবুবাসের মাধ্যমে যে জীবনে এককভাবে বাঁচা যায়, কাছে থাকলে যে আরেকটা জীবন। একজন স্কাউট বাহিরে গেলে যেমন নার্ভাস হয়না তেমনি একজন সাধারণ মানুষ নার্ভাস হয়। কাজেই আমি মনে করি ব্যক্তিগত শারীরিক মানসিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য স্কাউটিং এর প্রশিক্ষণ, আমি সব প্রশিক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্কাউটিং এ আপনাদের সন্তানদের যদি পাই তবে তাকে অন্যদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে দিতে পারবো। অনেক বিষয়ে দেখবেন অন্যদের চেয়ে তার চিন্তা ও কাজের অগ্রগতি হয়েছে তার নেতত্বের গুণাবলি তৈরি হয়েছে।

বিপদে সে অহেতুক নার্ভাস হয়ে যাবে না। দায়িত্ব নেয়ার আধ্বাত্মিক শক্তি তার থ াকবে। আমরা ছোট বেলায় জেনেছি একজন স্কাউট যেখানে যায় সেখানে জেনে নেয় তার আশে-পাশে কি আছে। কোথায় হাসপাতাল, কোথায় মসজিদ, কোথায় বাজার ইত্যাদি এসব জরুরী সার্ভিস কোথায় পাওয়া যায় । পরিবেশ থেকে শেখায় প্রকৃতি থেকে শেখা আমাদের প্রাণীকুল, অ্যানিম্যাল কিনডম থেকে শেখা যে কৌশল সেটা স্কাউটরা শেখে। আমাদের সাধারণ ছেলে-মেয়েরা এটা জানেনা। তাই আমি মনে করি স্কাউটিং এ যদি আমাদের ছেলে-মেয়েরা আসে তবে তারই ব্যক্তিগত লাভ হবে। আরেকটা বিষয় আমি স্কাউটদের ও মা বাবাদের বলবো স্কাউটিং এমন কিছু না যা দিয়ে আপনি জীবন-জীবিকা তাৎক্ষণিক লাভ করবেন, বা চাকুরী পাবেন বা টাকা পয়সা পাবেন কিন্তু স্কাউটিং আপনার সন্তানকে প্রচ্ছন্নভাবে সহযোগিতা করবে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার জন্য। সেজন্য বলবো যে, স্কাউটিং করে লেখা-পড়া বা অন্যান্য কাজে গুরুত্ব কম দিলে চলবেনা পড়াশুনা আমি বলবো যে, এক নম্বর, দুই নম্বর ও তিন নম্বর পড়াশুনা ভালোভাবে করতে হবে। লেখা-পড়ার ফাকে অবসর সময়ে কাজে লাগানোর স্কাউটিং হতে পারে একটি উৎকর্ষ পন্থা। আমরা অবসর সময় কাজে লাগাই। স্কাউটিং এর নীতি আদর্শ যদি আমরা ধারণ করতে পারি তবে সে একজন ব্যক্তি হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে, পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ও তার সুফল সবাই পাবে। আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি, স্কাউটিং এর একটি কথা আমাকে এত আকৃষ্ট করে যে, আমি আর কোন মহৎ বানীর মধ্যে পাইনা, যেমনটি ব্যাডেন পাওয়েল বলে গেছেন যে, তুমি পৃথিবীকে যেমন পেয়েছো তার চেয়ে একটু ভালো রেখে যেতে চেষ্টা কর। যেমন, আজকের দিনটি যেমন পেয়েছি আগামী দিনটি যেন এর চেয়ে একটু ভালো হয় সেখানে যদি আমরা ক্ষুদ্রতম কাজ করার সুযোগ থাকে সেখানে যেন সর্বোচ্চ দেয়ার চেষ্টা করি। আমাদের এ প্লানেট, এ বিশ্বকে এ Global Village কে আমরা সকলের জন্য বাস যোগ্য করতে চাই। আমরা চাই আমাদে সন্তানেরা যেন থাকে দুধে ভাতে আর সেটা রাখতে হলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করা, তাদের আশাবাদী করা। কেবল আশাবাদী করলে হবে না এর Pragmatic Solution শিখিয়ে দেয়া। তারাই তাদের পথ তৈরী করবে আমরা শুধু পথ দেখিয়ে দেব। নেতা হতে গেলে শুধু পথ দেখালে চলবেনা নেতা হতে গেলে পথে চলতে হয় এবং তাদের অগ্রভাগে থাকতে হয়। আমরা সেই নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আমরা শুধু মুখের পরামর্শ দিয়ে যাইনা। Classroom Education বা Formal Education এ সেটা আমরা করিনা। আমরা তাদের পাশে থাকি সামনে থাকি এবং তাদের পথ দেখাই এবং সেই পথে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।

সবাইকে স্কাউট সালাম শুভেচ্ছ। সবাই যেন আমরা ভালো থাকি। বছরে বছরে এক লক্ষ স্কাউট বাড়াবো। আমরা একুশ লক্ষ স্কাউট এ উপনিত হব একুশ সালে আমরা মনে করি যে, স্কাউটিং এর নীতি আদর্শ আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে থাকবে। আমরা যেন এমন কোন কথা না শুনি যে তিনি স্কাউটিং এ কথা বলেন কিন্তু স্কাউটিং এর আচরণ তার জীবনে নেই। আমরা ভাল কাজ করতে চাই। আমাদের সকল কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সাফল্য কামনা করি। তারা যেন স্কাউট হিসেবে ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলবো,আপনারা স্কাউটিংকে সমর্থন করুন। আপনার সন্তানকে স্কাউটিং এ দিন এবং যে কোন ভালো কাজে সহায়তা করুন। আপনাদের সকলের সফলতা কামনা করি। স্কাউটিং এর সকল কার্যক্রম আমাদের দেশের ও বিশ্বের কল্যাণে নিবেদিত হোক। এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

(বাংলাদেশ স্কাউটস-এর অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ থেকে আয়োজিত 'মিট দ্যা স্কাউট' নামক অনলাইন লাইভ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ***ড. মো. মোজাম্মেল হক খান*** *একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন* ***জিয়াউল হুদা হিমেল****, জাতীয় উপ কমিশনার (এ. আর) বাংলাদেশ স্কাউটস। সে অনুষ্ঠান অবলম্বনে সাক্ষাৎকারটির লিখিত রূপ দিয়েছেন* ***মোঃ দেলোয়ার হোসাইন****, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস।)*

অনলাইনে জোটি স্পেশাল এডিশন ও জোটস

করোনাকালে হাইজেনিক পণ্য বিতরণ ও অন্যান্য কার্যক্রম

করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হতদরিদ্রদের মাঝে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ

করোনাকালীন সময়ে যথাযথ স্বাস্থবিধি মেনে দুস্থ অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

অবসরকালীন সময়ে স্কাউটদের ছাদ বাগান করা ও অন্যান্য কাজের একাংশ

ঘূর্ণিঝড় আম্পানের পূর্বে সতর্ক বার্তা প্রচার ও ঝড় পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠনে কাজ করছে রোভার

করোনাকালে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর অনলাইন কার্যক্রম

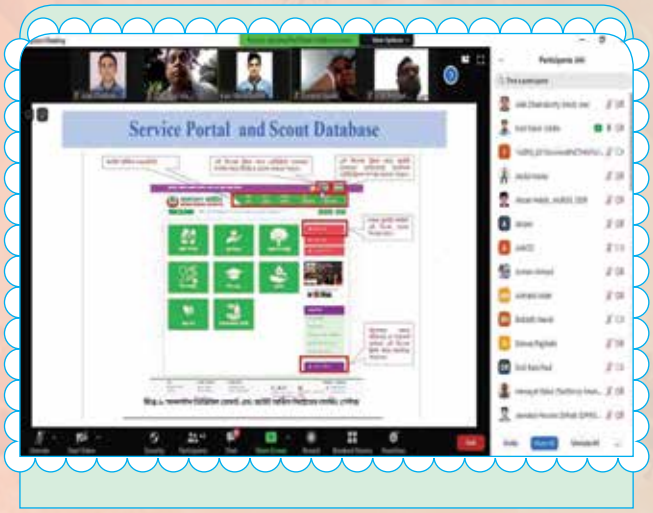

করোনাকালে ঘরে বসে প্রয়োজনীয় পোস্টার তৈরি করেছে রোভার স্কাউটরা। তারই কিছু অংশ...

করোনা ভাবনায় আমাদের কর্মসংস্থান

যখন সম্পদ, ধন দৌলত সহজপ্রাপ্য ছিল, সম্পদ বা প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য এত প্রতিযোগিতা ছিল না, ঝুঁকি ছিল না, কর্মের বা কর্মসংস্থানের অনুসন্ধান এত কষ্টকর ছিল না, তখন শিক্ষা ছিল মূলত জ্ঞানার্জন, আত্মতৃপ্তি, সুনাম এবং সন্মান অর্জনের। আর সাধারণ লাইনে বিএ, এমএ পাশ করাটাই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এখন শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ শুধু মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য নয় কিংবা আত্মতৃপ্তি আর সন্মান অর্জনের জন্য নয় তার সাথে জীবনযাপন বা অর্থোপার্জনের জন্য, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শ্রেষ্ঠ্যত্ব অর্জনের জন্য অপরিহার্য। সামাজিক নিরাপত্তা কিংবা কল্যাণ সাধন সহ সমাজ বা রাস্ট্রের উন্নয়নে শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বেঁচে থাকা বা কর্মসংস্থানের জন্য যুগোপযুগী শিক্ষা প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা বলার অবকাশ রাখে না।

চাকরির প্রাগৈতিহাসিক মোহ বা জনপ্রিয়তা আজও বর্তমান বিশেষ করে সাধারণ লাইনের চাকরি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক চাকরি বা কর্মের চাহিদা বা আকর্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপ নয়। গ্রামে গেলে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এসে ভীড় করে শহরে চাকরি দেবার জন্য। কি করতে পারে বা কি শিখেছে জিজ্ঞেস করলে বলে আইএ, বিএসসি বা বড়জোর অনার্স পাশ। কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক, ইলেক্ট্রনিঙ বা কৃষিকাজ জানে কিনা জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, বিদেশ থেকে ভাই, বাবা পাঠানো টাকায় চা দোকানে বসে বসে আড্ডা দেয় অথচ পৈতৃক জমি অনাবাদি/ পতিত পড়ে থাকে।

করোনা মহামারীর কারণে অনেক শ্রমিক কর্মচারী ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন, অনেকে পাইপলাইনে আছেন বা আসার সুযোগ খুঁজছেন। আবার অনেকে পরিস্থিতি অবলোকন করছেন। দেশে বর্তমানে বেকার সংখ্যা কম বেশি ২৭ লক্ষ ধরা হয়। তবে প্রচ্ছন্ন বেকারদের (অর্থাৎ কর্মের সুযোগ না থাকায় ২ জনের কাজ ৩ জনে সম্পাদন করলে ১ জন প্রচ্ছন্ন বেকার) সংখ্যা হিসেব করলে এ সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে নিঃসন্দেহে। যারা বিদেশ থেকে দেশে ফেরত এসেছেন বা আসবেন তাদের জন্য ২৭ লাখ বেকারের সাথে অন্ন বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসার সাথে সাথে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও করার প্রয়োজন হবে।

আর করোনা পরিস্থিতি স্বল্প সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল বা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাভাব কাটিয়ে উঠতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এ সময়ে শ্রমিক আমদানিকারক দেশগুলোর শ্রমিক চাহিদা স্বাভাবিক ভাবেই হ্রাস পাবে। তাছাড়া চাহিদা যোগানের ভারসাম্যহীনতার কারণে অদক্ষ্য শ্রমিকের চাহিদা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আসতে পারে। এ ত্রিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা কিভাবে অগ্রসর হব? খোদ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য মতে ২০১৯ সালে যে সকল শ্রমিক প্রবাসে ছিলেন তাদের মধ্যে ৪৩% দক্ষ, ২০% সেমি দক্ষ এবং কম দক্ষ ২৮%। ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রবাসে বাংলাদেশের শ্রমিক ছিলেন ১ কোটি ৩০ লাখ ৮০ হাজার। করোনা পরবর্তী কালে বিশ্বে মন্দাভাব দেখা দিলে বা বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকোচন নীতি অনুসরণ করা হলে অনুমান করা যায় যে দক্ষ শ্রমিক ব্যতিরেকে অদক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে।

সম্প্রতি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (টিভেট) উপর বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্যান্যের মধ্যে প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানো এবং টিভেট কর্মসূচীতে বেসরকারি উদ্দোক্তাদের সম্পৃক্ত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। টিভেট নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কারিগিরি শিক্ষা বোর্ড দ্বারা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিনস্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) সকল ধরণের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষন করে থাকে। এ কর্তৃপক্ষের তদারকিতেই কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কাজ করে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বলা হয়েছে যে ২০২০ সালের মধ্যে টিভেটে শিক্ষার্থী ভর্তি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ২০% এ উন্নীত করা হবে যা তখন প্রায় ৩% ছিল এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। উক্ত নীতির ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যা করা দরকার তা বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও ১৯৬৭ সালের কারিগরি শিক্ষা আইন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ সব কিছুতেই টিভেটের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৩৩টি প্রকৌশল ট্রেড/ প্রযুক্তিতে বিভিন্ন মেয়াদে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সরকারি বেসরকারি প্রায় ৭ হাজার ৭৭৩ টি প্রতিষ্ঠানে ৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৪৪ টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশ আসন সরকারি প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। তবে সনদ প্রদানের এক্তিয়ার রয়েছে শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের। ধীরে ধীরে টিভেটে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে। দেখা যায় ২০০৮ সালে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৫৯ থেকে ছাত্র ভর্তি ২০১২ সালে ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৭৮ জনে এবং ২০১৮ সালে ১২ লক্ষ ৬২ হাজারে ৭৬২ জনে উন্নীত হয়।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি সহ বিভিন্ন দলিলে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে মহিলাদের টিভেটে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। মহিলাদের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে ও এখনো সরকারি এবং বেসরকারি ইনষ্টিটিউট গুলোতে মহিলা শিক্ষকের হার ২০.৯১ ভাগ, আর ছাত্রীর হার ২৯.৫৪

ভাগ। নারী শিক্ষার হার আমদের দেশে দ্রুত গতিতে বাড়ছে এবং যে গতিতে নারী শিক্ষার হার বাড়ছে সে গতিতে টিভেটে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে না। ফলে অদক্ষ নারীরা গৃহ কর্ম বা পোশাক শিল্পকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

দেশ এবং বিদেশের দক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর চাহিদা নিরূপণের কোন পদ্ধতি বা গবেষণা নেই। সরকারি বা বেসরকারি উদ্দোক্তা, শিল্প বা কৃষি শিল্প মালিকদের সাথে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সহ দক্ষতা উন্নয়নকারী কর্তৃপক্ষের বা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবিড় যোগসূত্র দরকার। একদিকে কোন ট্রেডের

কতজন, কোন স্তরের/ পর্যায়ের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক দরকার তার যেমন গবেষণা এবং জরীপ দরকার অন্যদিকে ফি বছর কোন ট্রেডে কোন বিষয়ে কত জন কোন স্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন উদ্দোক্তা, মালিক তথা চাকরি দাতাদের তা জানা দরকার। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির ৮নং অনুচ্ছেদে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে। শিল্পে কি ধরণের কি পরিমাণ এবং কখন দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন এবং তার সরবরাহ বা যোগান নিশ্চিত করার বিষয়ে যোগাযোগ ও সমন্বয় করার জন্য এ কাউন্সিল গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ টিভেটকে কার্যকরী ও ব্যবহারোপযোগী করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার শিল্পক্ষেত্রের উপযোগী টিভেট ক্যারিকুলাম প্রণয়ন করা এবং সময়মত আধুনিকীকরণ করা, শিক্ষার্থীদের যথাযথ ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, সময়মত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়োগ করা। আরো প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্মত প্রয়োজনীয় ল্যাব বা কারখানা স্থাপন করা, যে সকল টিভেট শিক্ষক প্রশিক্ষকদের শিক্ষাগত জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা যথাযথ নয় তাদের শিল্প, কৃষি বা সেবা সেক্টরে কর্ম অভিজ্ঞতা বা কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান বা চাক্ষুষ পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা। তাছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রতি ১২ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক, আইসিটি প্রয়োগ ও ব্যবহার বাড়ানো, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, দ্রুত শিক্ষক স্বল্পতা কাঁটিয়ে উঠা ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

টিভেটের আওতায় বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষার্থী কোর্স শেষ করে বের হন কিন্তু তা দিয়ে বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারে দক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এতে দেশীয় উদ্দোক্তারা দক্ষ শ্রমিকের অভাবে বেকায়দায় পড়েন, বৈশ্বিক বানিজ্যে পণ্যের গুনগত মানের উৎকর্ষতা এবং দ্রব্যমূল্যের প্রতিযোগিতায় অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়েন। অন্যদিকে দেশে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক কর্মচারী স্বল্পতার কারণে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বিদেশি উদ্দোক্তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং দেশ পিছিয়ে পড়বে।

টিভেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাংখিত মাত্রায় স্বয়ংসম্পুর্ন ওয়ার্কশপ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ উপকরণ, আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ক্লাশরুম নেই। রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ কম বিধায় এবং উন্নয়ন বাজেট তথা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পরিচালিত হওয়ার কারণে সারাবছর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয় না। আমাদের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে শুধুমাত্র তাত্বিক পাঠদান করা হয়, দক্ষতা বা ব্যবহারিক জ্ঞানদানের সুযোগ বা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফলে শিক্ষার্থীদের ডিপোমা বা গ্রাজুয়েট পর্যায়ে এসে দক্ষতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনে হিমশিম খেতে হয়।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে অভ্যন্তরীণ শিল্প ও কল কারখানায় চাহিত দক্ষতা নিরূপণের জন্য কমিটি গঠনের ন্যায় আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে চাহিত দক্ষতার গতি প্রকৃতি নিরূপণ ও দক্ষ শ্রমিক যোগানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বিদেশে দক্ষ নারী শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃস্টির ব্যাপারেও এ কমিটি সমন্বয় ও সুপারিশ করতে পারে। বর্তমানে টিভেটে হেলথ টেকনোলজি এবং মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড কোর্স চালু আছে। এ দেশে প্রায় ২০ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং প্রায় ১২ লক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তাদের স্ব স্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। টিভেটে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হলে দেশে এবং বিদেশে মেয়েরা উপযুক্ত চাকরি পেতে পারে।

অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সেক্টরে শ্রম বাজার চাহিদা, বিদেশ- চাহিদা ছাড়াও মাঝে মাঝে প্রয়োজন অনুসারে সমাজে পিছিয়ে পড়াদের উপযোগী, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠির উপযোগী, উদ্ভাবন সহায়ক, নারী পুরুষ উপযোগী, উপকারভোগীদের চাহিদা সম্মত, বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে মানানসই করার লক্ষ্যে টিভেটকে রিভিউ করতঃ পরিবর্তন, সংযোজন, হালনাগাদ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। (সমাপ্ত)

■ লেখক: **সিকদার আনোয়ার, এলটি**
অবসরপ্রাপ্ত সচিব
প্রাক্তন রেক্টর, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্দেশনা অনুসরণ করে পতিত জমি, বাড়ির ছাদ, ঘরের আঙ্গিনাসহ সকল জমিতে আবাদের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের অথনীতি সুদৃঢ় করাই হোক আমাদের চলমান অঙ্গীকার। আসুন আমরা সকল জমিতে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার সবুজ বাংলাদেশ গড়তে একতাবদ্ধ হই।

ল্যাপটপ কেনার আগে যে ১২টি বিষয় জানা জরুরি

পূর্ব প্রকাশের পর

৮. হার্ডড্রাইভ

ল্যাপটপের হার্ডড্রাইভ বেশি দেখে কেনা উচিত যেন পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় ফাইল সংরক্ষণের জন্য স্পেসের অভাবে ভুগতে না হয়। চেষ্টা করবেন ২ টেরাবাইটের হার্ডড্রাইভ নিতে। যদি তা নিতে না পারেন তাহলে কমপক্ষে ১ টেরাবাইটের হার্ডড্রাইভ নিবেন।

প্রচলিত হার্ডডিস্ক সময়ের সাথে স্লো হয়ে যায়। আপনি যদি বাজেট একটু বৃদ্ধি করতে পারেন, তাহলে হার্ডডিস্কের বদলে এসএসডি স্টোরেজ নিতে পারেন। ২৫০জিবি এসএসডি স্টোরেজের দাম প্রায় ৫ থেকে ৮ হাজার টাকার মতো, যেখানে ১ টিবি হার্ডডিস্ক পড়বে সাড়ে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকার মতো।

বাজারে ৫২০০ আরপিএম এবং ৭২০০ আরপিএম (Revolution per minute) স্পিডের হার্ডডিস্ক পাওয়া যায়। ল্যাপটপের ভালো স্পীডের জন্য ৭২০০ আরপিএম অপরিহার্য। তবে যারা নরমাল কাজের জন্য ল্যাপটপ নিতে চান তাদের ৫২০০ আরপিএমের হার্ডডিস্ক হলেও চলবে।

৯. ব্যাটারি

আপনি যদি বড় সাইজের কোন ল্যাপটপ শুধুমাত্র বাড়িতে ব্যবহারের জন্য কিনতে চান তাহলে আপনাকে ব্যাটারি নিয়ে এতো ভাবতে হবে না। কারণ বড় সাইজের ল্যাপটপগুলোতে ব্যাটারিও বড় থাকে।

কিন্তু আপনি যদি বাড়ির বাইরে ব্যবহারের জন্য কোন ল্যাপটপ কিনতে চান তাহলে চেষ্টা করবেন এমন ল্যাপটপ কিনতে যেটাতে ৭ থেকে ৮ ঘন্টার মতো ব্যাকআপ পাওয়া যাবে। ল্যাপটপ কেনার সময় এর ব্যাটারিতে থাকা রেটিং দেখতে ভুলবেন না।

চেষ্টা করবেন ৪৪Wh. থেকে ৫০Wh. এর মধ্যে থাকা ব্যাটারি সম্বলিত ল্যাপটপগুলো নিতে। তাহলেই আপনি বেস্ট পারফরমেনস পাবেন। মনে রাখবেন ল্যাপটপের ব্যাটারি যত বড় হবে সেটা আপনার জন্য ততো ভালো।

১০. কিবোর্ড

ল্যাপটপ কেনার সময় কিবোর্ড ভালোভাবে কাজ করছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। অনেক সময় ল্যাপটপে টাইপিং করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় যদি না কিবোড্রর কী গুলোর মাঝে পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা না থাকে।

আপনাকে এমন ল্যাপটপ সিলেক্ট করতে হবে যেটাতে কম্ফোর্টেবল কিবোর্ডে রয়েছে যাতে আপনি সহজে টাইপিং করতে পারেন। আর ল্যাপটপের কিবোর্ডে ব্যাকলিট আছে কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ব্যাকলিট থাকলে আপনার অন্ধকারে টাইপিং করতে তেমন অসুবিধা হবে না।

১১. পোর্ট

ল্যাপটপ কেনার সময় ল্যাপটপটিতে কি কি পোর্ট রয়েছে সেদিন খেয়াল রাখতে হবে। লক্ষ্য রখবেন ল্যাপটপে যেন একের অধিক ইউএসবি ৩ পোর্ট থাকে। এতে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে।

ইউএসবি ৩ ইউএসবি ২ এর তুলনায় ১০ গুণ বেশি তাড়াতাড়ি ডেটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম। ফলে আপনার সময়ও অনেক কম লাগবে। আর ল্যাপটপে ইউএসবি ৩.১ পোর্ট থাকলে তো আরো ভালো। ল্যাপটপে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পোর্ট আছে কিনা তাও ভালোভাবে চেক করে নিবেন।

১২. ওয়্যারলেস কানেকশন

ল্যাপটপ কেনার সময় ল্যাপটপটি কি ধরনের ওয়্যারলেস কানেকশন সাপোর্ট করে তা দেখে নিতে হবে। ল্যাপটপে ওয়াই ফাই অ্যাডাপ্টর আছে কিনা চেক করে নিবেন। ব্লু-টুথের ক্ষেত্রে ব্লু-টুথ ৩.ড় এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে। তাই ব্লু-টুথ ৪.ড় আছে কিনা তাও দেখে নিতে পারেন।

মতামত

বাজারে বর্তমানে ১৭ হাজার থেকে শুরু করে ৬ লাখ টাকার ল্যাপটপও রয়েছে। আপনার কেমন ল্যাপটপ চাই তা আপনার উপর নির্ভর করে। ল্যাপটপ কেনার সময় অবশ্যই উপরের উল্লেখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন। তাহলেই আপনি আপনার জন্য সঠিক ল্যাপটপটি কিনতে পারবেন। আপনার বাজেটে যে ল্যাপটপে সবচেয়ে ভালো ফিচার রয়েছে সেটি নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটাই হবে আপনার জন্য উত্তম।

তথ্যসূত্র:- ইন্টারনেট
সমাপ্ত

■ অগ্রদূত ডেস্ক

স্বাস্থ্য কথা

পুদিনা পাতার ভেষজ গুনাগুণ ও উপকারীতা

পূর্ব প্রকাশের পর

১৭. যেকোনো কারণে পেটে গ্যাস জমে গেলে পুদিনা পাতা কার্যকরী ভুমিকা পালন করে। পুদিনার রস ২ চা চামচ, সামান্য লবন, কাগজী লেবুর রস ৮/১০ ফোঁটা, হালকা গরম জলর সাথে মিশিয়ে সারাদিন ২-৩ বার খেলে পেটে গ্যাস ভাব কমে আসে।

১৮. পিত্তে শ্লেষ্মার জ্বর, অম্লপিত্ত, আমাশয়, অজীর্ণ, উদরশূল, প্রভৃতির কারণে অনেকসময় আমাদের বমি বমি ভাব আসে। এসময় পুদিনার শরবতের সাথে এক চা চামচ তেঁতুল মাড় ও চিনি মিশিয়ে খেলে বমিভাদ দূর হয়ে যায়।

১৯. পুদিনা পাতার রস উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত পুদিনা পাতার রস খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে থাকে।

২০. পুদিনার শেকড়ের রস উকুননাশক হিসেবে খুবই কার্যকরী, এমনকি পাতাও। পুদিনার পাতা বা শেকড়ের রস চুলের গোড়ায় লাগান। এরপর একটি পাতলা কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে রাখুন। এক ঘণ্টা পর চুল শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত দু বার এটা করুন। এক মাসের মধ্য চুল হবে উকুনমুক্ত।

২১. মেয়েদের অনিয়মিত পিরিয়ডের যন্ত্রণা থেকে সেরে ওঠার জন্য পুদিনা পাতা বেশ উপকারী।

২২. পুদিনা ত্বককে শীতল করে। খাবারের সঙ্গে নিয়মিত খেলে শরীরের ত্বক সতেজ হয়, সজীব ভাব বজায় থাকে। মৃত কোষকে দূর করে মৃসণ করে তোলে ত্বক। সেজন্য, আধা কাপ পুদিনা পাতা বাটা ও পরিমিত বেসন দিয়ে পেস্ট করে মুখে লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে নিলে, উপকার পাওয়া যায়।

২৩. ব্রণ দূর করতে ও ত্বকের তৈলাক্তভাব কমাতে তাজা পুদিনাপাতা বেটে ত্বকে লাগান। দশ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ব্রণের দাগ দূর করতে প্রতিদিন রাতে পুদিনা পাতার রস আক্রান্ত স্থানে লাগান। সম্ভব হলে সারারাত রাখুন। নতুন কমপক্ষে ২/৩ ঘণ্টা। তারপর ধুয়ে ফেলুন। মাস খানেকের মাঝেই দাগ দূর হবে।

২৪. পুদিনা পাতার রস শ্বাস-প্রশ্বাসের নালী খুলে দেওয়ার কাজে সহায়তা করে। ফলে যারা অ্যাজমা এবং কাশির সমস্যায় পড়েন তাদের সমস্যা তাৎক্ষণিক উপশমে পুদিনা পাতা বেশ কার্যকরী। খুব বেশি নিঃশ্বাসের এবং কাশির সমস্যায় পড়লে পুদিনা পাতা গরম জলেতে ফুটিয়ে সেই জলের ভাপ নিন এবং তা দিয়ে গার্গল করার অভ্যাস তৈরি করুন।

২৫. পেটের পীড়ায়:- এটি ইরেটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (আইবিএস) এবং দীর্ঘস্থায়ী বদহজমের বিরুদ্ধে খুবই কার্যকর। এছাড়াও পুদিনা কোলনের পেশী সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে।

২৬. অ্যাজমা:- পুদিনায় রোজমেরিক এসিড নামের এক ধরনের উপাদান থাকে। এটি প্রাকপ্রদাহী পদার্থ তৈরিতে বাধা দেয়। ফলে অ্যাজমা হয় না। এছাড়াও এ ঔষধি প্রোস্টসাইক্লিন তৈরিতে বাধা দেয়। তাতে শাসনালী পরিষ্কার থাকে।

২৭. রোদে পোড়া ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে পুদিনা পাতার রস ও অ্যালোভেরার রস একসঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগান। পনেরো মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন।

২৮. পুদিনা পাতা ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। পুদিনা পাতার পেরিলেল অ্যালকোহল যা ফাইটোনিউরিয়েন্টসের একটি উপাদান দেহে ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধিতে বাঁধা প্রদান করে।

২৯. পুদিনার তাজা পাতা পিষে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ পর যদি তা ধুয়ে ফেলা যায়, তা হলে মুখের তৈলাক্ত ভাব দূর হয়ে যায়। ব্রণ ওঠাও বন্ধ হয়।

৩০. পুদিনার পাতা ভালো করে পিষে তার রস ভালো করে মাথায় ব্যবহার করুন। যাদের চুলে উকুন আছে, তারা খুব উপকার পাবেন। চুল হবে উজ্জ্বল ও মসৃণ।

(সমাপ্ত)

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

কাবাডি খেলার আদি ইতিহাস ও নিয়ম কানুন

পূর্ব প্রকাশের পর

১৬নং নিয়ম: কোন রেইডার কোন এ্যান্ট্রিকে অথবা কোন এ্যান্ট্রি কোন রেইডারকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দিয়ে কোর্টের বাইরে ফেলে দিতে পারবে না। এমনি করলে রেফারি বা আম্পায়ার উক্ত খেলোয়াড়কে ‘আউট’ ঘোষণা করবেন।

নোট: এ ব্যাপরে রেফারি বা আম্পায়ার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তা লক্ষ্য করতে হবে।

১৭নং নিয়ম: রেইডারের সফল হানা শেষে মধ্য রেখা পার হয়ে নিজের কোর্টে না ফেরা পর্যন্ত যদি কোন এ্যান্টি রেইডারের কোর্টে হানা দেয়ার জন্য মধ্য রেখা পার হয়ে বিপক্ষের কোর্টের ভূমি স্পর্শ করেন তবে তিনি আউট হন এবং তিনি যদি কোন রাইডারকে নিজের কোর্টে ধরে রাখতে সাহায্য করেন বা ধরেন তবে সেই রেইডার আউট হবেন না বরং যে এ্যান্ট্রি রেইডারের কোর্ট স্পর্শ করবেন তিনি আউট হবেন।

১৮নং নিয়ম: নিজের পালা ছাড়া কোন রেইডার রেইড করতে গেলে রেফারি তাকে ফেরৎ পাঠাবেন এবং সতর্ক করে দেবেন। রেইডার পক্ষ একবার সতর্কিত হবার পরও যদি ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয়বার এ রকম অপরাধ করে তবে রেফারি বিপক্ষ দলকে একটি পয়েন্ট দিতে পারেন।

নোট: এই পয়েন্টের ফলে বিপক্ষের কোন আউট খেলোয়াড় ইন হবে না।

১৯নং নিয়ম: একটি দল যখন বিপক্ষ দলের সব খেলোয়ড়কে আউট করতে পারবে তখন একটি লোনা পাবে। এই লোনার দুই পয়েন্ট অতিরিক্ত হিসেবে ঐ দলের মোট পয়েন্টের সাথে যুক্ত হবে। লোনার পর পুনরায় খেলা শুরু হবে এবং সকল খেলোয়াড় ১০ সেকেন্ডের মধ্যে কোর্টে প্রবেশ করবে। যে দল কোর্টে প্রবেশ করতে দেরি করবে রেফারি তার বিপক্ষ দলকে একটি পয়েন্ট দান করবেন। এরপরও কোর্টে আসতে দেরি করলে রেফারি প্রতি ৫ মিনিট অন্তর বিপক্ষ দলকে একটি করে পয়েন্ট দিতে থাকবেন খেলার শেষ সময় পর্যন্ত।

২০নং নিয়ম: রেইডারের বিপক্ষ কোর্টে বিপজ্জনকভাবে খেলা বা নিজ দলের নির্দেশ মোতাবেক খেলার জন্য রেফারি রেইডারকে সকর্ত করে দেবেন। এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে বিপক্ষকে একটি পয়েন্ট প্রদান করবেন।

নোট: ডবপক্ষ কোর্টে রেইডার হানা দেবার সময় শুধুমাত্র এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

২১নং নিয়ম: একজন রেইডারের শরীর বা ধর ছাড়া অন্য কোথাও ধরা যাবে না। এই নিয়মের ব্যাতিক্রম যিনি করবেন তিনি আউট হবেন। রেইডারকে ইচ্ছাকৃত বা ন্যায়ভাবে ধরা না হয় তবে আউট হবেন না।

নোট: কোন রেইডারের কাপড় বা চুল ধরে রাখলে তিনি আউট হবেন না। পক্ষান্তরে যে এ্যান্টি কাপড় বা চুল ধরবে তিনি আউট হবেন।

২২নং নিয়ম: খেলা চলাকালে কোন পক্ষের একজন বা দুইজন খেলোয়াড় অবশিষ্ট থাকে এবং অধিনায়ক যদি তাদেরকে আউট ঘোষণা করতে চান এবং পুরো দলকে কোর্টে নামাতে চান তবে বিপক্ষ দল আউট ঘোষণাকৃত খেলোয়াড়দের পয়েন্টসহ একটি লোনা পাবে।

নোট: কেবলমাত্র অধিনায়ক এ ঘোষণা দিয়ে সম্পূর্ণ দল মাঠে নামাতে পারেন।

২৩নং নিয়ম: খেলোয়াড়গণ যে সিরিয়াল অনুসারে আউট হবে আবার সেই সিরিয়াল অনুসারে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের আউট হবার পরিবর্তে কোর্টে প্রবেশ করবে।

নোট: আউট হওয়া এবং পুনরায় বেঁচে যাওয়া সিরিয়াল অনুসারে হবে। সহকারী স্কোরার এ বিষয় লক্ষ রাখবেন এবং স্কোরশীটে আউট হওয়া বেঁচে যাওয়া খেলোয়াড়দের হিসাব রাখবেন। (সমাপ্ত)

অগ্রদূত ডেস্ক

জাতীয় কোয়ালিটি লিডার বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের উদ্যোগে ১৩-১৪ জুন, ২০২০ পর্যন্ত 'National Workshop on Quality Leadership' ওয়ার্কশপ বাস্তবায়িত হয়। ১৩ জুন ২০২০ তারিখ সকাল ১০.০০ মিনিটে ওয়ার্কশপটি উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন। ওয়র্কশপে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের জাতীয় কমিশনার ফেরদৌস আহমেদ, আন্তর্জাতিক বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোঃ মহসিন, ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার আমিনুল এহসান খান ও শরীফ আহমেদ কামাল, প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার মোঃ দেলোয়ার হোসাইন ও মোঃ আরিফুজ্জামান, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার জিয়াউল হুদা হিমেল, বাংলাদেশ স্কাউটস-এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস, ডা. মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক (এল,টি) এবং অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ ইকবাল হাসান।

ওয়র্কশপের ১ম দিনে How to use Social Media, AIS for Quality Leadership ও Development of Leadership Qualities বিষয়ে এবং ২য় দিনে SDG & the Role of Adult Leaders, Organizational Behaviour& the Role of Adult Leaders ও Managerial Skill Development বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ ওয়র্কশপে SDG & the Role of Adult Leaders বিষয়ে একটি সেশন পরিচালনা করেন।

২দিন ব্যাপী এই ওয়র্কশপে ভুটান স্কাউটসের ২জন স্কাউটার, প্রত্যেক অঞ্চলের দুই জন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেসসহ), ইয়াং অ্যাডাল্ট লিডার, রোভার স্কাউট এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভসহ মোট ৯২ জন এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

জুম এ্যাপস-এর মাধ্যমে এডাল্ট লিডার বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৩ মে ২০২০ তারিখ অনলাইন জুম অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে এডাল্ট লিডার বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ বাস্তবায়িত হয়। ওয়ার্কশপটি উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন। ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের জাতীয় কমিশনার ফেরদৌস আহমেদ, ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার আমিনুল এহসান খান ও শরীফ আহমেদ কামাল, নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস, ডা. মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক (এল,টি), ঢাকা অঞ্চলের উপ পরিচালক মোঃ আকতার হোসেন এবং অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ ইকবাল হাসান।

ওয়র্কশপে AIS: Understanding and Implementation, Managerial Skill Development (Management), সকল স্তরের স্কাউট সদস্যদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পলিসি বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। সেশন শেষে ওয়ার্কশপ সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। ওয়র্কশপে অ্যাডাল্ট

রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্যগণ, সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক, আঞ্চলিক পরিচালক/ উপ পরিচালকগণ, প্রত্যেক অঞ্চলের দুই জন আঞ্চলিক উপ কমিশনার ও প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভসহ এবং লিডার/ রোভার ৭২ জন অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ন্যাশনাল ইন্ট্রোডাকশন টু এআইএস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

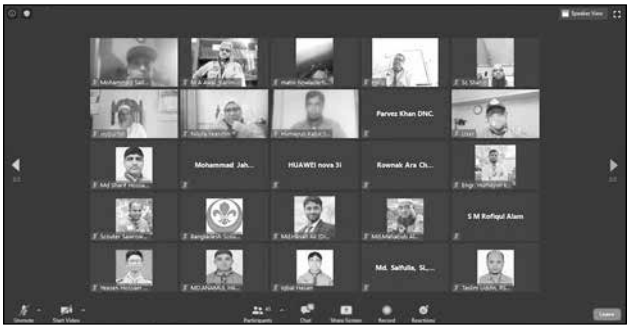

বাংলাদেশ স্কাউটস এডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২১ জুন ২০২০ তারিখ National Workshop on Introduction to AIS বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি এবং সচিব কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ ওয়ার্কশপের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ওয়ার্কশপে রিসোর্স পারসন হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের জাতীয় কমিশনার ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার আমিনুল এহসান খান ও শরীফ আহমেদ কামাল, নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস, ডা. মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক (এল,টি) এবং অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ ইকবাল হাসান।

ওয়ার্কশপটিতে Role Of Adult Leaders in Scouting, Basic Quality Of a Leader, Code Of Coduct for Adult Leaders এবং Youth Program and the Role Adult Leaders বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। রোভার স্কাউট, ইয়ং এডাল্ট লিডার, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভসহ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মোট ৭০ জন স্কাউটার এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ■ অগ্রদূত ডেস্ক

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে রোভার স্কাউটদের সেবামূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশের মূলত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতেই আম্ফানের আঘাত তীব্র ছিল। বাঁধগুলো ভাঙ্গার ফলে পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা, কলাপাড়া, এবং রাঙ্গাবালী সহ ১০টি গ্রাম ডুবে গিয়েছে। নোয়াখালী জেলার একটি দ্বীপে ঝড় ও বর্ষণে কমপক্ষে ৫০০টি ঘর নষ্ট হয়েছে। দেশজুড়ে প্রাথমিক ক্ষতি প্রায় ১,১০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে মানুষ বিদ্যুৎবিহীন হয়েছিল। প্রায় ৩,০০০টি চিংড়ি এবং কাঁকড়ার খামার বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার পূর্ব দুর্গাবর্তীতে, একটি বাঁধের ৪ মিটার (১৩ ফুট) উঁচু বন্যার জলে ভেসে যায়, যার ফলে ৬০০টি বাড়িঘর ডুবে গিয়েছিল। সুন্দরবনের উত্তরে খুলনা শহরে কমপক্ষে ৮৩,০০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের পরে সবচেয়ে মারাত্মক ঝড় হলো আম্ফান।

বাংলাদেশ স্কাউটসের রোভাররা এগিয়ে আসে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে সেবা দেওয়ার জন্য। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে উপকূলীয় জেলায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য মাইকিং, জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে রোভার স্কাউট ও ইয়াং অ্যাডাল্ট লিডার অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মিডিয়া টিম আম্ফান পূর্ব, মধ্য ও পরবর্তীকালীন সতর্কবার্তা এবং প্রয়োজনীয় মোবাইল নম্বারসহ একাধিক ডিজিটাল পোস্টার তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় ৪টি জেলায় (সাতক্ষীরা, খুলনা, বরগুনা ও পটুয়াখালী) ক্ষতিগ্রস্ত স্কাউট

পরিবারসমূহকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ঘড়-বাড়ি মেরামতের পাশাপাশি তারা বিতরণ করে শুকনো খাবার, রান্না করা খাবার ও বিশুদ্ধ পানি। এছাড়াও ঝড় আসার পূর্ববর্তি মুহূর্তে তারা সকলকে নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণার কাজও করেছিলো, যার কারনে অনেক পরিবার বেঁচে গিয়েছিল বড় ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে। এভাবেই প্রতিটি দূর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ স্কাউটস-এর স্কাউটরা এগিয়ে আসে দূর্যোগ পূর্ববর্তি ও পরবর্তি সময়ে সেবা দানের জন্য।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের আয়োজনে গত ২২ জুন ২০২০, বৃহস্পতিবার জুম অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইনে মহিলা এলটি, এএলটি ও উডব্যাজপ্রাপ্ত লিডারদের অংশগ্রহণে গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার সুরাইয়া বেগম, এনডিসি। বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসীন এবং গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি এবং জাতিসংঘের ক্লাইমেট ভ্যালনারেবল ফোরাম এর বিশেষ দূত মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এই অনলাইন মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় উপ-কমিশনার মাহবুবা খানম এবং ড. নাজমানারা খানুম। অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১৩টি অঞ্চল এবং জাতীয় সদর দফতর সহ মোট ৭০ জন অংশগ্রহণকারী অনলাইনে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত, সুপারিশ, সমস্যা, চাহিদা প্রভৃতি বিষয়ে অলোচনা করেন যা ভবিষ্যতে গার্ল-ইন-স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক)" করোনা কালে বাংলাদেশ স্কাউট এর ভূমিকা ও নেতৃত্ব এবং পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এডাল্ট লিডারদের করণীয়।" মোঃ আরিফুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)– "ট্রেনিং টিমের সদস্যদের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে করণীয়।" মোঃ মজিবুর রহমান মান্নান, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার, ঢাকা অঞ্চল– "মানসম্মত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনায় ট্রেনিং টিমের সদস্যদের করণীয়"। ড. আরেফিনা বেগম, লিডার ট্রেনার, রোভার অঞ্চল - "বৈশ্বিক মহামারীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং টিমের সদস্যদের আত্মোন্নয়নে করণীয়"। ফাহমিদা, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক) – "স্কাউটিং এ নারীর ক্ষমতায়ণ-আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি" বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান সেশন পরিচালনা করেন। প্রতিটি সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে এ মতবিনিময় সভায় সমাপণী বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) সুরাইয়া বেগম, এন ডি সি।

■ প্রতিবেদক: **মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস**
সহকারী পরিচালক (গার্ল-ইন-স্কাউটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

অনলাইনে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হলো ইন্দো বাংলা ফ্রেন্ডশীপ প্রোগ্রাম

Connecting Today for Tomorrow এ থিম কে সামনে নিয়ে ২৮ জুন ২০২০ তারিখ রবিবার উদ্বোধন হলো প্রথম ইন্দো বাংলা ফ্রেন্ডশীপ প্রোগ্রামের। অনলাইনে সংযুক্ত থেকে বিকাল ৫-০০টায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ও উদ্বোধন করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এর পশ্চিম বঙ্গের স্টেট চীফ কমিশনার দেবদত্ত চক্রবর্ত্তী, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর ন্যাশনাল কমিশনার (ট্রেনিং) শ্যামল কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর পশ্চিম বঙ্গের স্টেট অগাইনাজিং কমিশনার প্রবোধ রঞ্জন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, জাতীয় উপ কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী

পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান করোনা সমস্যাকে সম্ভবনা হিসেবে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুই দেশের যোগাযোগ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দুই দেশের ১৪টি মুক্ত দলের ৩৩৬ জন স্কাউট ও রোভার এবং কর্মকর্তা সহ মোট ৪০০ জন অনলাইনে সংযুক্ত থেকে সপ্তাহব্যাপী এ প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করে। ০৫ জুলাই ২০২০ তারিখ আনুষ্ঠনিকভাবে এ প্রোগ্রামের সমাপ্তি হয়। করোনাকালীন সংকটে সপ্তাহ ব্যাপী এ প্রোগ্রামে দুই দেশের স্কাউটিং কার্যক্রম, দলসমূহের ভূমিকা এবং করোনা কালে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং পারস্পরিক মতবিনিময় হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

অনলাইনে ‘এসো কোরআন শিখি’ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বর্তমান বিশ্বের এক অন্যতম মারাত্মক ব্যাধি করোনা ভাইরাস। সারা পৃথিবীতে এর সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়ছে। এটিএকটি মারাত্মক ব্যাধি, এর থেকে সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে নিজ বাসায় থাকতে হচ্ছে। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়কে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। যা ঘরে থেকেই খুব সহজে করা যায়। তার মধ্যে ‘এসো কোরআন শিখি’ একটি প্রোগ্রাম। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্য আল-কোরআন অবশ্যপাঠ্য একটি গ্রন্থ এবং আল-কোরআন পড়তে জানা খুব প্রয়োজনীয় বিষয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ফেসবুক পেইজে লাইভ সেশনে ‘এসো কোরআন শিখি’ প্রোগ্রামের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন হাফেজ মাওলানা আতিকুর রহমান - উডব্যাজার, বাংলাদেশ স্কাউটস।

‘এসো কোরআন শিখি’ প্রোগ্রামের ১ম দিনের বিষয় ছিল আরবি বর্ণমালা ও মাখরাজ। সেশনটি শুরু হয় - ২৬/০৪/২০২০ সময় দুপুর ৩:৩০ মিনিট থেকে ৪:৪৫ মিনিট এভাবে পর্যায়ক্রমে আরবি হরফ উচ্চারণের পার্থক্য, তানবিন,

জযম, তাশদিদ-যবর, যের, পেশ ওয়ালা হরফের অনুশীলন-তানভিনের অনুশীলন-জযম এর অনুশীলন- তাশদিদের অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই সেশনগুলোর মাধ্যমে স্কাউট বন্ধুরা আল-কোরআন শিক্ষার বিষয়গুলো সহজেই শিখতে পেরেছে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

আইনী সহায়তা ও ভুমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভূ-সম্পত্তি বিভাগের পরিচালনায় বরিশাল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ৩০ মে, ২০২০ তারিখে বরিশাল অঞ্চলে জুম ক্লাউড মিটিং এপসের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত থাকেন শেখ ইউসুফ হারুন, জাতীয় কমিশনার (বিধি) বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার,এলটি, জাতীয় কমিশনার (ভু-সম্পত্তি) বাংলাদেশ স্কাউটস ও সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে অঞ্চলের জেলা ও উপজেলার সম্পাদকগণসহ অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৬৫ জন। ২৯ জুন, ২০২০ তারিখে দিনাজপুর অঞ্চলে জুম ক্লাউড মিটিং এপসের মাধ্যমে দিনব্যাপী ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠনে স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস) এবং সভাপতিত্ব করেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার,এলটি, জাতীয় কমিশনার (ভু-সম্পত্তি) বাংলাদেশ স্কাউটস ও সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অংশগ্রহণকারী ছিলেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলা ও উপজেলার সম্পাদক ও অন্যান্য স্কাউটারসহ প্রায় ৭২ জন। রিসোর্স পারসন হিসেবে ছিলেন- মোঃ হান্নান মিয়া, মহাপরিচালক, (অতিরিক্ত সচিব), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বরিশাল, আবু সালেহ মো: মাহফুজুল আলম, অতিরিক্ত জেলা

প্রশাসক (রাজস্ব), দিনাজপুর, এডভোকেট খান মোহাম্মদ পীর-ই-আযম (আকমল), জাতীয় উপ কমিশনার (সাপ্লাই সার্ভিস ও প্রশাসন), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং এডভোকেট মনজুরুল আলম, সহকারী পরিচালক (আইন ও এস্টেট), বাংলাদেশ স্কাউটস। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মুক্ত আলোচনায় সঞ্চালক ছিলেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার,এলটি জাতীয় কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি), বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ময়মনসিংহে রোভার প্রোগ্রাম বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলা রোভার এর আয়োজনে প্রোগ্রাম রোভার বিষয়ক ওয়ার্কশপ (২০২০-২০২১) ১৮ মে, ২০২০ তারিখ জুম এপসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস ময়মনসিংহ জেলা রোভার এর কমিশনার প্রফেসর শাহ মোঃ জিয়াউল হক এর সভাপতিত্বে এবং স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর রোভার স্কাউট লিডার মোঃ রেজাউল করিম, পিআরএস এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃ লুৎফর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ময়মনসিংহ জেলা রোভার এর সম্পাদক ড. মোঃ জহিরুল আলম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা রোভার এর কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিট এর রোভার স্কাউট লিডার এবং সিনিয়র রোভার মেটবৃন্দ।

আগামী এক বছর জেলায় কি কি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন হতে পারে, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনে রোভারদের চাহিদা, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় রোভার স্কাউট লিডার ও রোভারদের করণীয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ার্কশপে আলোচনা করা হয়।

সবশেষে, জেলা রোভার এর কোষাধ্যক্ষ এ.কে.এম সামছুজ্জামান সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২০

বাংলাদেশ স্কাউটস ময়মনসিংহ জেলা রোভার এর গাছের চারা ও সবজি বীজ বিতরণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত।

গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলা রোভার এর আয়োজনে ২৬ জুন, ২০২০ (শুক্রবার), ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলার রামভদ্রপুর গ্রামে গাছের চারা ও সবজি বীজ বিতরণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

জুম অ্যাপের মাধ্যমে কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃ লুৎফর রহমান।

পরবর্তীতে ১০০ জনকে নিম, আম, কাঁঠাল, নারিকেল গাছের চারা ও বিভিন্ন জাতের সবজি বীজ বিতরণ এবং বৃক্ষরোপণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলা রোভার এর সম্পাদক ড. মোঃ জহিরুল আলম এবং বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল এর ফিল্ড অফিসার মোঃ গোলাম মাসুদ।

জেলা রোভার এর সুন্দর কর্মসূচীর জন্য স্থানীয় জনগণ ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এমন আরো কর্মসূচী আয়োজনের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ স্কাউটস
সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের (ত্রৈ -বার্ষিক) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের উদ্যোগে ২৭ জুন ২০২০খ্রি. রোজ শনিবার ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল ১০.৩০মিনিটে (ত্রৈ -বার্ষিক) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ত্রৈ -বার্ষিক কাউন্সিল সভা শুভ উদ্বোধন ঘোষণা ও সভাপতিত্ব করেন সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভারের সভাপতি ড. ফারুক আহাম্মদ। সভায় স্বগত বক্তব্য দেন সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম (এল,টি)। সভায় ২০১৯ -২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ সামসুল হক এ.এল.টি। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মোঃ ফিরোজ মাহমুদ, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের প্রাক্তন কমিশনার ও সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মোঃ আখতারুজ্জামান, শাহজাদপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ রহুল আমিন, প্রাক্তন প্রফেসর কে এম মোঃ আবদুর রাজ্জাক (এলটি), সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় নিয়োজিত বাংলাদেশ

স্কাউটসের সহকারী পরিচালক মোঃ রাজিব আহম্মেদ, রজব আলী মেমোরিয়াল সাইন্স কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউট কমিশনার মোঃ সাজেদুল ইসলাম, প্রমূখ। সাধারণ সভার দ্বিতীয় পর্বে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠনে কল্পে নির্বাচনের আহ্বান জানানো হয়। কোন প্রতিদন্দ্বিতা না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় কমিশনার নির্বাচিত হন প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম(এলটি), সম্পাদক হন মোঃ সামসুল হক (এ.এল. টি) এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন মু. আবিদ রোকনী। ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সকল সরকারি বেসরকারি/ মাদ্রাসা কলেজের অধ্যক্ষ ও বিভিন্ন কলেজর রোভার লিডারগণ ও উপজেলা পর্যায়ের কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিরাজঞ্জের জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভার স্কাউটসের সভাপতি ড. ফারুক আহাম্মেদ কাউন্সিল সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ খবর প্রেরক: **মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট)**
অগ্রদূত সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ

স্বেচ্ছাশ্রমে ধান কাটছেন দিরাই সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সদস্যরা

সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে অসহায় কৃষকদের ধান কেটে দিচ্ছেন দিরাই সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট দলের সদস্যরা। অসহায় কৃষকের খোঁজ নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে অসহায় কৃষকদের ধান কেটে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। অতিরিক্ত মজুরি আর ধানের দাম কম থাকায়, যেসব অসহায় কৃষক ফসল কাটতে পারছেন না তাদের ধান কেটে দিচ্ছেন তারা।

দিনব্যাপী উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের ফাতেমানগরের অসহায় কৃষক মাসুক মিয়ার জমির ধান কেটে, মাড়াই করে দেয় দলটি। এতে অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র রোভার মেট মো. শরীফ রব্বানী, সোহানূর রহমান (সাগর), পাবেল হাসান, শরীফ উদ্দীন, সুয়েব আহমদ, মিনহাজ আহমেদ, নয়ন মিয়া,কাঞ্চন মিয়া। স্কাউটের কাজে উৎসাহ দিতে সহযোগিতা করেন দিরাই একাত্তর টিভির সম্পাদক জাকারিয়া হোসেন জোসেফ, প্রভাষক মো. মোস্তাহার মিয়া মোস্তাক, প্রভাষক মিজানুর রহমান পারভেজ প্রমুখ।

এর আগে গত মঙ্গলবার ১৪ এপ্রিল ২০২০ উপজেলার তাড়ল ইউনিয়নের ধল আশ্রম গ্রামের বিধবা কৃষাণী বিজয়া রানী রায়ের জমির পাকা ধান শ্রমিক সংকটে কাটতে না পারলে দিরাই সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট দলটি জমির পাকা ধান স্বেচ্ছাশ্রমে কেটে ও মাথায় করে নিয়ে এসে মাড়াই করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে প্রভাষক মিজানুর রহমান পারভেজ বলেন, করোনা সংকটের কারণে এবার ধান কাটার শ্রমিক সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। করোনার কারণে অন্য এলাকা থেকে এই সময়ে শ্রমিক আনাও হবে ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও ২৭ এপ্রিল আগাম বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আমরা স্বেচ্ছাশ্রমে অসহায় কৃষকদের মাঠে পেকে যাওয়া ধান কেটে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের সাধ্য অনুযায়ী এই ধান কাটার কাজ চালিয়ে যেতে চেষ্টা করব। সরকার যেন কৃষকের ধান সংরক্ষণ ও ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে সেই দাবিও জানাচ্ছি।' অন্যদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

■ খবর প্রেরক: অগ্রদূত সংবাদদাতা, সুনামগঞ্জ

অনলাইন ঈদ রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠিত

স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ এর আয়োজনে অনলাইন ঈদ রি-ইউনিয়ন ২৯ মে ২০২০ তারিখ (শুক্রবার) জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউট ও রোভার সদস্যগণ ঘরে থেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন ঈদ রি-ইউনিয়ন এ অংশগ্রহণ করে।

স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ এর সম্পাদক স্কাউটার এস এম এমরান সোহেল, পিআরএস এর সভাপতিত্বে এবং রোভার মেট রোভার মোঃ আবু আল সাঈদ সিফাত, পিএস এর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়র রোভার মেট (ক দল) রোভার মোঃ সাকিব, পিএস।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস, গাজীপুর জেলা রোভার এর সহকারী কমিশনার স্কাউটার আওলাদ মারুফ, গ্রুপের স্কাউট ইউনিট লিডার স্কাউটার মতিউর

রহমান ফয়সাল, পিএস, রোভার স্কাউট লিডার স্কাউটার মোঃ রেজাউল করিম, পিআরএস এবং গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট লিডার স্কাউটার ফাতেমা আক্তার সহ গ্রুপের স্কাউট ও রোভার সদস্যগণ।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলা স্কাউটস এর মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলার মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ০৬ জুন ২০২০ তারিখ (শনিবার) সকাল ১১ ঘটিকার সময় জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা থেকে পাঠ এর মাধ্যমে ওয়ার্কশপের কার্যক্রম শুরু হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলার সম্পাদক ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ হাফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলার যুগ্ম সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম এর পরিচালনায় ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কোষাধ্যক্ষ মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জামাল উদ্দিন আকন্দ, উপ পরিচালক মোসাঃ মাহফুজা পারভীন এবং যুগ্ম সম্পাদক মোঃ আব্দুছ সালাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ফাতেমা আক্তার, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) কলোল সরকার মনজিত, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (আইসিটি) হাসান মাসুদ, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক পানিং ও গ্রোথ) এজেডএম আব্দুল কাদের।

ওয়ার্কশপে উপস্থিত থেকে ওয়ার্কশপকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেন জেলা স্কাউট লিডার, জেলা কাব লিডার এবং ময়মনসিংহ জেলার ১৩ টি উপজেলা হতে উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদকবৃন্দ, উপজেলা স্কাউট লিডার ও উপজেলা কাব লিডারবৃন্দ, ইয়ুথ লিডার এবং জেলার আওতাধীন লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনারবৃন্দ।

ওয়ার্কশপে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। তালিকা প্রাথমিক পর্যায়ের খসড়া উপস্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সংশোধনীসহ স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। আইটি সাপোর্টে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ এখলাস উদ্দীন।

সবশেষে করোনার মহামারী থেকে উদ্ধারের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ জেলার সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম। মোনাজাতের পরবর্তীতে ওয়ার্কশপে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে জেলা স্কাউট সম্পাদক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর, ময়মনসিংহ শেখ হাফিজুর রহমান ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটির ৮ম সভা ০৭ জুন ২০২০ তারিখ (রবিবার) বিকাল ৩ ঘটিকার সময় জুম দ্যা ক্লাউড মিটিং অ্যাপসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সভাপতি ও চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ প্রফেসর ড. গাজী হাসান কামাল।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সহ-সভাপতি ও সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ প্রফেসর কিরীট কুমার দত্ত, সহ-সভাপতি ও বিভাগীয় উপ পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ মোঃ আনোয়ার হোসেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কমিশনার ও উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ আবু নূর মোঃ আনিসুল ইসলাম চৌধুরী।

সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক ত্রৈবার্ষিক সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ফাতেমা আক্তার, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) মোঃ আনোয়ার হোসেন, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (আইসিটি) হাসান মাসুদ, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) কল্লোল সরকার মনজিত, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (অডিট ও অর্থ) শেফালী খাতুন, সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জামাল উদ্দিন আকন্দ, উপ পরিচালক মোসাঃ মাহফুজা পারভীন, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ আব্দুছ সালাম, লিডার ট্রেনার প্রতিনিধি মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (জামালপুর) পরেশ চন্দ্র বর্মন, সহকারী পরিচালক (ময়মনসিংহ) মোঃ এখলাস উদ্দীন, সম্পাদক প্রতিনিধি মোঃ লুৎফুর হায়দার ফকির এবং মোঃ আবুল হোসেন।

সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, শেরপুর জেলার সম্পাদক মোঃ আইয়ুব আলী এবং সহকারী লিডার ট্রেনার মোঃ শাহজাহান মোল্যা।

আলোচনা শেষে বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সভাপতি ও চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ প্রফেসর ড. গাজী হাসান কামাল সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

ধাঁধার উত্তর

সুপ্রিয় স্কাউট বন্ধুরা, অগ্রদূত ডিসেম্বর-২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধার উত্তর অনিবার্য কারনবশত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-২০২০ সংখ্যায় ছাপানো সম্ভব হয়নি। এবারের সংখ্যায় তা ছাপানো হলো।

উত্তর:

২. জীবিত মানুষকে তো আর কবর দেওয়া যাবে না!

৩. লোকটা যদি মৃতই হয় তাহলে সে বিয়ে করবে কী করে?

৪. ভালুকের রং হবে সাদা, কারণ সবদিক দক্ষিণমুখো বাড়ি কেবল দক্ষিণ মেরুতেই সম্ভব।

৫. দুটো আপেল নিলে তোমার কাছে তো দুটো আপেলই থাকবে!

৬. পুরো জঙ্গল পর্যন্ত। তারপর জঙ্গল পেরিয়ে দৌঁড়ুবে।

৭. এটা বলা তো খুবই সহজ। ফুটবল খেলা শুরু হওয়ার আগে সবসময়ই স্কোর ০-০!

৮. অবশ্যই ম্যাচের কাঠি!

৯. কারণ চীনে ছেলের সংখ্যা জাপানে ছেলের সংখ্যার অনেক বেশি!

১০. স্বাভাবিক। কারণ কারো এক হাতে যদি সব আঙুল, মানে ১০টি আঙুলই থাকে; সে তো অস্বাভাবিক!

আর হ্যাঁ, প্রথম ধাঁধার জবাবটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম দিতে। উল্টোপথে এগোলেও মেয়েটাকে পুলিশ কেন ধরেনি জানো? কারণ মেয়েটা তখন হাঁটছিলো! গাড়ি চালনা করছিলো না। উল্টোদিকে গাড়ি চালালে আইন ভাঙার প্রশ্ন আসতো, তাই না?

অনলাইনে রাজশাহী অঞ্চলের গবেষণা ও মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

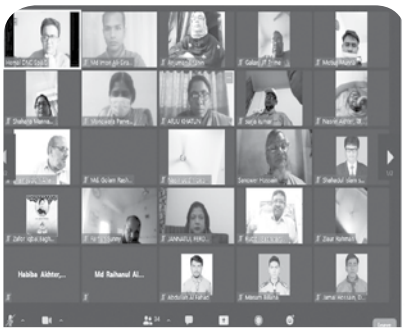

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় আঞ্চলিক গবেষণা ও মূল্যায়ন ওয়ার্শপ জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ২৮-২৯ জুন ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপে রাজশাহী অঞ্চলের ৫৫ জন স্কাউটার অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহা. মোকবুল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) মো: আবদুল হক উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক ছিলেন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) মো: রায়হানুল আলম-এএলটি। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের উপ পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। দুইদিনের ওয়ার্কশপের শিডিউল অনুযায়ী ওয়ার্কশপ পরিচালিত হয়। বিভাগের বাস্তবায়িত ও প্রস্তাবিত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক কমিশনার ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী ওয়ার্কশপে মতবিনিময় করেন। সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করে দেয়া হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহা. মোকবুল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) মো: আবদুল হক, বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) মো: মাহমুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে নাছরিন আক্তার ও সুর্য কুমার অধিকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের উপ পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। টেলিফোনে প্রবীন স্কাউটার ইয়ার মোহাম্মদ সংযুক্ত হন।

■ খবর প্রেরক: **মো: হামজার রহমান শামীম**
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

অনলাইনে রাজশাহী অঞ্চলে স্ট্যাটিজিক প্ল্যান ও গ্রোথ বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

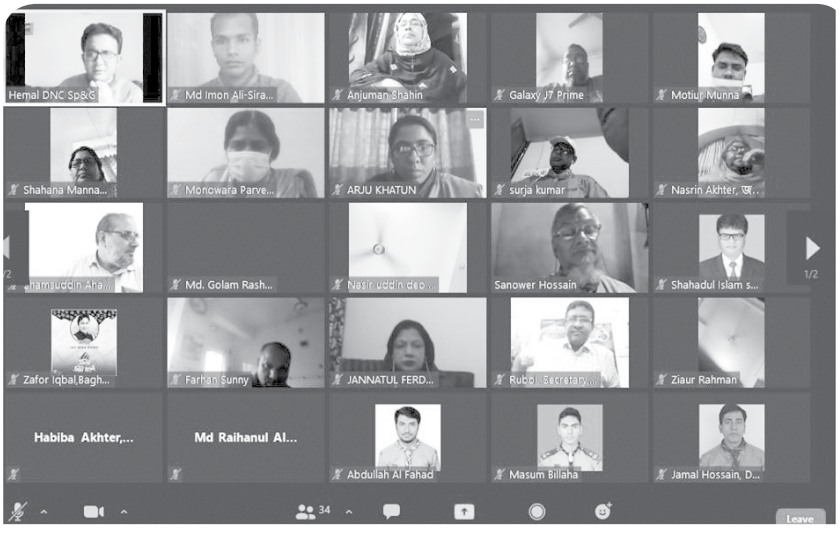

বাংলাদেশ স্কাউটস ব্যবস্থাপনায় এবং বাংরাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় ২৫ জুন ২০২০ তারিখে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্ট্যাটিজিক প্ল্যান ও গ্রোথ বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী হিসেবে রাজশাহী অঞ্চলের সকল জেলা সম্পাদক, জেলা স্কাউট লিডার, জেলা কাব লিডারগণ অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহা. মোকবুল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (স্ট্যাটিজিক প্ল্যান ও গ্রোথ) মুহ. তৌহিদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় উপ কমিশনার (স্ট্যাটিজিক প্ল্যান ও গ্রোথ) মো: জামাল হোসেন ও মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক ছিলেন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (বিধি ও গ্রোথ) মনোয়ারা পারভীন-এএলটি। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের উপ পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। দিনব্যাপী ওয়ার্কশপের শিডিউল অনুযায়ী ওয়ার্কশপ পরিচালিত হয়। বিভাগের বাস্তবায়িত ও প্রস্তাবিত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক কমিশনার ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী ওয়ার্কশপে মতবিনিময় করেন। সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করে দেয়া হয়।

■ খবর প্রেরক: **মো: হামজার রহমান শামীম**
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

পাবনা ওপেন স্কাউট গ্রুপের পক্ষ থেকে দুস্থদের মাঝে খাদ্র দ্রব্য বিতরণ

পাবনা ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর করোনায় মাহামারি অসহায় দুস্থদের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়।

পাবনা জেলার ঐতিহ্যবাহী মুক্ত দল পাবনা ওপেন স্কাউট গ্রুপ ১১ এপ্রিল ২০২০, শনিবার দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় পাবনা সদর উপজেলার, দাপুনিয়া ইউনিয়ন, ৪নং ওয়ার্ডের , চাঁদপুর, চাঁদপুর মহেশ, শাহাদিয়া গ্রামের ১৫টি অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য দ্রব্য (চাউল, আটা, পিঁয়াজ, আলু, তেল) বিতরণ করা হয়। করোনায় মাহামারি অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করেন পাবনা ওপেন স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মিলন হোসেন জয়, ইউনিট লিডার মোঃ বোরহান উদ্দিন, রোভার মো: পিয়াস হোসেন, স্কাউট মোঃ রায়হান মল্লিক ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গগণ। খাদ্য দ্রব্য দুস্থ পরিবারের মাঝে সুস্থভাবে বিতরণ করায় পাবনা ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম স্বপন (এলটি), সাবেক সম্পাদক ও কমিশনার পাবনা জেলা স্কাউট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও অতি প্রয়োজন ছাড়া সকলকে বাহিরে বের না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

■ খবর প্রেরক: **মোঃ মিলন হোসেন জয়**
সম্পাদক, পাবনা ওপেন স্কাউট গ্রুপ

সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস-এর মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস, এর ব্যাবস্থাপনায় ০৬ জুন, ২০২০ খ্রি. ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল ১০.৩০ মিনিটে সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের ১৭তম জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলার কমিশনার ড. জান্নাত আরা হেনরী তালুকদার। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওয়ার্কশপের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা ড. ফারুক আহাম্মদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের সহ-সভাপতি মোঃ ফিরোজ মাহমুদ, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ শফিউল্লাহ, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সিরাজগঞ্জ ও সহকারী কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা মোঃ রেজোয়ান হোসেন এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ রাজিব আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলার সম্পাদক সরকার ছানোয়ার হোসেন, (এলটি)। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মোঃ সাজেদুল ইসলাম কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা। জেলা মাল্টিপারপার্স ওয়ার্কশপে উপদল পদ্বতিতে গ্রুপ ওয়ার্ক করে ত্রৈ-মাসিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে ২০১৯-২০২০ সালে বিভিন্ন বিভাগের বাস্তবায়িত স্কাউট কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং ২০২০-২০২১ সালের বিভিন্ন বিভাগের স্কাউট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। ওয়ার্কশপে জেলা ও সকল উপজেলা হতে স্কাউট কমিশনার, সহকারী কমিশনার, সম্পাদক, কাব লিডার এবং স্কাউটলিডারগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা স্কাউটসের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সফল সম্পাদক মোঃ খালেকুজ্জামান খান (এএলটি)।

■ খবর প্রেরক: **মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট)**
অগ্রদূত প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ

করোনাভাইরাস: লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বিশ্বের অন্তত ৩৪টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে এই ভাইরাসে প্রায় তিন হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আক্রান্ত অবস্থায় আছেন ৮০ হাজারের বেশি। তবে অনেক গবেষক মনে করছেন, আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ১০ গুণ হতে পারে।

আক্রান্ত হলে কীভাবে বুঝবেন

করোনাভাইরাস মূলত ফুসফুসে আক্রমণ করে। সাধারণত জ্বরের সঙ্গে শুকনা কাশি দিয়ে শুরু হয়। জ্বর ও কাশির এক সপ্তাহের মাথায় শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। এসব লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে হাসপাতালে নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এটাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগীর লক্ষণ প্রকাশের আগে এই ভাইরাস ব্যক্তির শরীরে এ সময় পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

তবে কিছু গবেষকের মতে, এই ইনকিউবেশন পিরিয়ড ২৪ দিন পর্যন্ত হতে পারে। আবার চীনের অনেক বিজ্ঞানী বলছেন, লক্ষণ প্রকাশের আগেও অনেকে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন।

করোনাভাইরাস কতটা মারাত্মক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৪৪ হাজার রোগীর তথ্য বিশ্লেষণ করে বলছে, আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৮১ শতাংশের শরীরে হালকা লক্ষণ দেখা দেয়। ১৪ শতাংশের শরীরের লক্ষণ দেখা দেয় এর চেয়ে মাঝারি আকারে। অন্যদিকে মাত্র ৫ শতাংশ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ১ থেকে ২ শতাংশ মানুষ মারা যায়। যদিও এই হার বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, হাজার হাজার মানুষ এখনো চিকিৎসাধীন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা যেতে পারেন। তাই মৃতের হার আরও বাড়তে পারে। আবার কত মানুষের শরীরই হালকা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। সেগুলো বিবেচনায় নিলে মৃতের হার আরও কমতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বে প্রতিবছর ১০০ কোটির মতো মানুষ ভাইরাসজনিত ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এর মধ্যে ২ লাখ ৯০ হাজার থেকে সাড়ে ৬ লাখ পর্যন্ত মানুষ মারা যান। প্রতিবছরই এসব ভাইরাসের ভয়াবহতার মাত্রা পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

করোনাভাইরাস কি নির্মূল করা সম্ভব

এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। তবে এর টিকা আবিষ্কারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আশা করা হচ্ছে, চলতি বছরের শেষের দিকে এই টিকা মানুষের শরীরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

যেহেতু ভাইরাসটি ফুসফুস ও শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সে হিসেবে বর্তমানে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংক্রান্ত চিকিৎসা দেয়া হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখা হয়। শ্বাসকষ্ট কমাতে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসকেরা নিজেদের মতো করে ভাইরাস প্রতিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করে থাকেন।

কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পেতে সাবান দিয়ে বারবার হাত ধুতে হবে, হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু বা রুমাল দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে ফেলতে হবে, হাঁচি-কাশি দেয়ার পরপরই হাত ধুয়ে ফেলতে হবে, পারতপক্ষে নাক, মুখ ও চোখে হাতের স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, এতে এ ধরনের ভাইরাস হাত থেকে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। হাঁচি-কাশি বা জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

কত দ্রুত ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯

বর্তমানে প্রতিদিন এই ভাইরাসে আক্রান্ত শত শত নতুন রোগীর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্য অনেক গবেষকই মন্তব্য করছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো দাপ্তরিক প্রতিষ্ঠানগুলো আক্রান্ত ব্যক্তিদের যে সংখ্যা জানতে পারছে, প্রকৃত সংখ্যা তার থেকে ১০ গুণ বেশি হওয়াও সম্ভব।

চীনের বাইরে এ ভাইরাস সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও ইরানে। এখন পর্যন্ত ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমারসহ বিশ্বের অন্তত ৩৪টি দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে সংক্রমণের উৎপত্তিস্থল চীনের উহানে। বিশ্বে ৮০ হাজারের বেশি আক্রান্ত মানুষের মধ্যে কেবল হুবেই প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ হাজারের ওপরে।

কীভাবে ছড়াল কোভিড-১৯

গত বছরের ডিসেম্বরে শনাক্ত হওয়া এ ভাইরাস চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরের 'সাউথ চায়না সি-ফুড হোলসেল মার্কেট' থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বলে প্রাথমিক ডেটা বিশ্লেষণে জানা গেছে। ওই বাজারে বাদুড়, বনবিড়াল, সাপের মতো বন্য প্রাণীগুলোও খাওয়ার জন্য জীবন্ত বিক্রি করা হতো। বেশ কয়েকটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, বাদুড় থেকে মানুষের শরীরে এ ভাইরাস ছড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীর কাছাকাছি যাওয়া মানুষের মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়িয়েছে।

করোনাভাইরাসের অপর একটি রূপ হলো সার্সভাইরাস (সেভার একিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম), যা ২০০২ সালে চীনে ছড়িয়ে পড়ে অন্তত ৭৭৪ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন। সার্সে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৯৮ জন। সে হিসেবে কোভিড-১৯ অনেক ভয়াবহভাবে ছড়াচ্ছে। সার্স ভাইরাস বাদুড় থেকে বনবিড়ালে সংক্রমিত হয়েছিল। পরে তা মানবদেহে ছড়িয়ে পড়েছিল।

■ তথ্যসূত্র: বিবিসি অনলাইন সংস্করণ
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

■ সংগ্রহ: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস

করোনা ভাইরাস

ভয় না করে প্রতিরোধ করুন

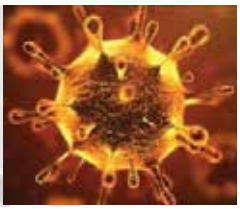

কিভাবে ছড়ায়

বায়ু বাহিত রোগ যা বাতাসের মাধ্যমে ছাড়ায়
হাঁচি-কাশির মাধ্যমে
আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে
ভাইরাস আছে এমন কিছু স্পর্শের মাধ্যমে
হাত না ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখ স্পর্শ করলে
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে
মানুষ ও প্রাণী থেকে

লক্ষণসমূহ

শ্বাসকষ্ট | নিউমোনিয়া | ১০০ ডিগ্রির বেশি জ্বর | শুকনো কাশি | বুকে সর্দি-কফ জমা | বুকে ও গলা ব্যাথা

সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথাব্যাথা, গলাব্যাথা, মারাত্মক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও ব্রংকাইটিসও হতে পারে

করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দিলে অতিদ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

প্রতিরোধ

- সাবান, হান্ডওয়াশ বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া
- হাত না ধুয়ে মুখ, চোখ বা নাক স্পর্শ না করা
- হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা
- কিছু খাওয়া কিংবা রান্না করার আগে ভালো করে ধুয়ে নেয়া
- মাংস ও ডিম ভালোভাবে সেদ্ধ করে খাওয়া
- প্রচুর ফলের রস এবং পর্যাপ্ত পানি পান করা
- মুখে মাস্ক ব্যবহার করে বাইরে বের হওয়া
- গণপরিবহনে চলাচলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা
- ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলা
- নিয়মিত থাকার ধর এবং কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখা
- অপ্রয়োজনে ঘরের দরজা ও জানাল খুলে না রাখা

প্রচারে

সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ
বাংলাদেশ স্কাউটস

করোনা রোগী সনাক্ত করতে অতি দ্রুত (রোগতত্ত্ব রোগ নিয়োন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট) **IEDCR** এ যোগাযোগ করুন:
০১৯৩৭ ০০০০১১, ০২-৯৮৯৮৭৯৬, ০২-৯৮৯৮৬৯১

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 64, Issue 03, March 2020

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578